একাদশ অধ্যায়

পরিবহন ও যোগাযোগ

অত্যাধুনিক ও সুপরিকল্পিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অত্যাবশ্যকীয় ও অপরিমেয় ভূমিকা রাখে। আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহন এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশকে সংযুক্ত করার উপযোগী উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলা একান্ত জরুরি। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত দেশে বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২২,৪৭৬ কিলোমিটার মহাসড়ক আছে। জাতীয় মহাসড়কসমূহে অত্যাধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ তথা দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে সরকার বিভিন্ন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এসব বিষয় বিবেচনায় নিয়ে পরিবহন ও যোগাযোগ খাতে পদ্মা সেতু, মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে, কর্ণফুলী টানেল ও অনুরূপ বিভিন্ন মেগা প্রকল্প অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়নের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবেশবান্ধব, নিরাপদ এবং সুলভে মালামাল পরিবহণের নির্ভরশীল মাধ্যম হিসেবে রেলের ভূমিকা অব্যাহত রাখার জন্য নতুন অনুমোদিত রেলওয়ের মহাপরিকল্পনায় জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০৪৫ পর্যন্ত ৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৫,৫৩,৬৬২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বর্তমানে বাংলাদেশ রেলওয়ের মোট রেলপথের দৈর্ঘ্য ৩,১০১ কিলোমিটার। নৌপথের নাব্যতা সংরক্ষণ ও নৌপথ উদ্ধার, নিরাপদ নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, অভ্যন্তরীণ নৌবন্দরসমূহের উন্নয়ন, অভ্যন্তরীণ নৌপথে কন্টেইনার পণ্য পরিবহনের অবকাঠামো সৃষ্টি ইত্যাদি কর্মসূচি বাস্তবায়িত হচ্ছে। সমুদ্রপথে দেশের প্রায় ৯২ শতাংশ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। ২০২১-২২ অর্থবছরে দেশে আমদানি-রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধির হার কার্গোর ক্ষেত্রে গড়ে ৩.৭৭ শতাংশ এবং কন্টেইনারের ক্ষেত্রে গড়ে ৭.১৬ শতাংশ। জাতীয় পতাকাবাহী প্রতিষ্ঠান বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড বর্তমানে ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ২১টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান মোট ২২.৭৭ লক্ষ যাত্রী এবং ৪৩,৯৭৫ টন কার্গো পরিবহন করেছে। দেশের সর্বমোট ইন্টারনেট চাহিদার প্রায় ৬০% ব্যান্ডউইড্থ বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি (বিএসসিসিএল) বর্তমানে এককভাবে সরবরাহ করছে যার পরিমাণ ২৯ মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত প্রায় ২৫২৪ জিবিপিএস (গিগাবাইট পার সেকেন্ড)। তথ্যপ্রযুক্তির অবকাঠামোগত উন্নয়ন, তথ্যপ্রযুক্তি বিষয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন, ই-গভর্ন্যান্স প্রতিষ্ঠা এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি শিল্পের বিকাশ এ চারটি স্তম্ভকে কেন্দ্র করে দেশের তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবস্থার মান উন্নয়ন ও সম্প্রসারণে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

দেশের সার্বিক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে যুগোপযোগী, সুশৃঙ্খল এবং আধুনিক পরিকল্পিত পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা একটি অত্যাবশ্যকীয় ভৌত অবকাঠামো। বিশ্বায়ন ও মুক্তবাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহন এবং তথ্য ও অন্যান্য যোগাযোগ নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশের যুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর তথ্য মতে, স্থিরমূল্যে ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ অর্থবছরে জিডিপিতে 'পরিবহন, সংরক্ষণ ও যোগাযোগ' খাত এর অবদান যথাক্রমে ৭.৩৪ শতাংশ ও ৭.৩২ শতাংশ এবং প্রবৃদ্ধির হার যথাক্রমে ৫.৭৫ শতাংশ ও ৫.৯৯ শতাংশ। এ প্রেক্ষিতে ৮ম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা, প্রেক্ষিত পরিকল্পনা (২০২১-২০৪১) বাস্তবায়ন এবং Sustainable Development Goals (SDG) 2030 এর লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখে সরকার বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

ক. সড়ক যোগাযোগ

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর (সওজ)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন শ্রেণির মোট প্রায় ২২,৪৭৬ কিলোমিটার মহাসড়ক বিদ্যমান রয়েছে। উক্ত মহাসড়ক নেটওয়ার্কের মধ্যে ১৮.০ শতাংশ জাতীয় মহাসড়ক, ২২.০ শতাংশ আঞ্চলিক মহাসড়ক এবং ৬০.০ শতাংশ জেলা সড়ক রয়েছে। এছাড়া, সওজ নিয়ন্ত্রণাধীন সড়ক নেটওয়ার্কে বিভিন্ন প্রকারের ৪,৪০৪টি সেতু এবং ১৫,০৮৪টি কালভার্ট রয়েছে। উল্লেখ্য যে, সামগ্রিকভাবে মহাসড়ক নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি

পায়নি। তবে ৪-৬-৮ লেনে মহাসড়ক প্রশস্তকরণ এবং সার্ভিস লেনসহ মহাসড়ক উন্নীতকরণসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ মহাসড়ক অংশে প্রয়োজন অনুযায়ী ডিজাইন মান উন্নীতকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে। সওজ এর আওতায় বর্তমানে ৫৭টি ফেরিঘাট চালু রয়েছে। প্রশাসনিক অনুমোদন প্রাপ্ত ফেরিঘাটের সংখ্যা ১২টি। প্রস্তাবিত প্রশাসনিক অনুমোদনের প্রক্রিয়াধীন ফেরিঘাটের সংখ্যা ৩৫টি। বিভিন্ন ধরনের ১৪৮টি ফেরি, ১৪০ টি পন্টুন এবং ১১৪টি গ্যাংওয়ের মাধ্যমে ফেরি সার্ভিস প্রদান করা হচ্ছে। সওজের বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ সারণি ১১.১ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.১: সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন বিভিন্ন শ্রেণির সড়ক পথের বিবরণ

(দৈর্ঘ্য কিলোমিটারে)

বছর	জাতীয় মহাসড়ক	আঞ্চলিক মহাসড়ক	ফিডার/জেলা মহাসড়ক	মোট
২০১০	৩৪৭৮	৪২২২	১৩২৪৮	২০৯৪৮
২০১১	৩৪৯২	৪২৬৮	১৩২৮০	২১০৪০
২০১২	৩৫৩৮	৪২৭৬	১৩৪৫৮	২১২৭২
২০১৩	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪
২০১৪	৩৫৩৮	৪২৭৮	১৩৬৩৮	২১৪৫৪
২০১৫	৩৫৪৪	৪২৭৮	১৩৬৫৯	২১৪৮১
২০১৬	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৭	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৮	৩৮১৩	৪২৪৭	১৩২৪২	২১৩০২
২০১৯	৩৯০৬	৪৪৮৩	১৩২০৭	২১৫৯৬
২০২০	৩৯০৬	৪৭৬৭	১৩৪২৩	২২০৯৬
২০২১	৩৯৪৪	৪৮৮৩	১৩৫৯২	২২,৪১৯
২০২২	৩৯৯১	৪৮৯৮	১৩৫৪৫	২২৪৩৪
২০২৩*	৩৯৯১	৪৮৯৮	১৩৫৮৭	২২৪৭৬

উৎসঃ সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, * ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

২০২২-২০২৩ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি)-তে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের অধীন মোট ১৪৪টি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তন্মধ্যে ১৪৩টি বিনিয়োগ প্রকল্প ও ১টি কারিগরি সহায়তা প্রকল্প রয়েছে। ২০২২-২০২৩ অর্থবছরে উন্নয়ন প্রকল্পে সর্বমোট অর্থায়নের পরিমান ২২৬৭৫.৮৬ কোটি টাকা। এর মধ্যে বাংলাদেশ সরকারের অর্থায়ন ১৮৮১২.১৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্যের পরিমান ৩৮৬৩.৭০ কোটি টাকা।

পরিবহন সেক্টরে সরকারি খাতের পাশাপাশি বেসরকারি খাতের অংশগ্রহণের মাধ্যমে সড়ক নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় পিপিপি ভিত্তিতে বাস্তবায়নের জন্য মোট ২০টি প্রকল্প অন্তর্ভূক্ত আছে। তন্মধ্যে ৬টি প্রকল্প পিপিপি অর্থায়নে বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

সড়ক নিরাপত্তা কার্যক্রম

''টেকসই ও নিরাপদ মহাসড়ক গড়ে তোলার জন্য ৪টি জাতীয় মহাসড়কের পার্শ্বে পণ্যবাহী গাড়ীচালকদের জন্য পার্কিং সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার স্থাপন'' প্রকল্পের আওতায় ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট, ঢাকা-রংপুর এবং ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের কুমিল্লা, হবিগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ এবং মাগুড়ায় পণ্যবাহী গাড়িচালকদের জন্য ৪টি আধুনিক সুবিধা সম্বলিত বিশ্রামাগার স্থাপন করা হচ্ছে। ফেব্রুয়ারি/২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পটির বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৪৮.৬১%। ফলে একটানা বিরামহীন ও বেপরোয়া ড্রাইভিং এর কারণে সংঘটিত সড়ক দূর্ঘটনার হার কমবে বলে আশা করা যায়।

একটি আধুনিক, নিরাপদ ও সমন্বিত সড়ক যোগাযোগ অবকাঠামো স্থাপনের লক্ষ্যে দেশের জাতীয় মহাসড়কসমূহে ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম বা ITS স্থাপনের জন্য কোরিয়ান সরকারের Korean International Cooperation Agencies (KOICA) এর সহায়তায় Improving the Reliability and Safety in National Highway Corridors of Bangladesh by Introducing of (ITS) Intelligent Transport Sytems প্রকল্পটি বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। মহাসড়কে ইন্টেলিজেন্ট ট্রান্সপোর্টেশন সিস্টেম বা ITS স্থাপন করা হলে যানবাহনের গতিবিধির Real-Time মনিটরিং করা সম্ভব হবে যার মাধ্যমে গতিসীমা লঙ্ঘনকারী যানবাহন, অবৈধ পার্কিং, যানজট, সড়ক দুর্ঘটনা

সনাক্তকরণ এবং এ বিষয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হবে।

হাইওয়ে পুলিশ, সওজ মাঠ পর্যায় এবং বিভিন্ন স্টাডি প্রকল্পের মাধ্যমে সুনির্দিষ্টকৃত ২৫২টি ব্ল্যাকস্পটের মধ্যে ইতোমধ্যে ১৭২টি ব্ল্যাকস্পট উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ও স্থানীয় ব্যবস্থার মাধ্যমে উন্নয়ন করা হয়েছে। অবশিষ্ট ৮০টি ব্ল্যাক স্পট উন্নয়নের জন্য জিওবি অর্থায়নে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নের লক্ষ্যে "জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়ন" প্রকল্প অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হলো জাতীয় ও আঞ্চলিক মহাসড়কে সার্বিক সড়ক নিরাপত্তা উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সাইন সিগন্যাল ও রোড মার্কিং, বাস-বে নির্মাণসহ মহাসড়কে চিহ্নিত ঝুঁকিপূর্ণ স্থান এবং মারাত্মক ঝুঁকিপূর্ণ করিডোরের উন্নয়ন সাধন করা।

সম্প্রতি সড়ক নেটওয়ার্কের ২৫৫ কিলোমিটার অংশে রোড সেফটি অডিট সম্পন্ন করা হয়েছে। ইতোপূর্বে ২০১৭-১৮ সালে ৫০০ কিলোমিটার এবং ২০২০-২১ সালে ৩০০ কিলোমিটার সড়কে রোড সেফটি অডিট সম্পন্ন করা হয়।

সড়ক পরিবহন সেক্টরে শৃঙ্খলা জোরদারকরণ এবং দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণে জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিল কর্তৃক ১১১টি সুপারিশের আলোকে কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ কার্যক্রম অব্যাহত আছে।

টোল আদায়

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় বিভিন্ন সড়ক, সেতু ও ফেরীসমূহে চলাচলকারী যানবাহন হতে ২০২১-২০২২ অর্থবছরে ১০২১.১৪ কোটি টাকা টোল হিসাবে আদায় করা হয়। ২০২২-২০২৩ (ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত) অর্থ বছরে সর্বমোট ৭২৫.৫১ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়।

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি)

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) কর্তৃক পল্লী অঞ্চলের সুষম উন্নয়নের লক্ষ্যে পল্লী অবকাঠামোসহ অন্যান্য কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নের জন্য ২০০৫-৩০ সাল মেয়াদে একটি দীর্ঘমেয়াদি মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন ও তদনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রয়েছে। এলজিইডি ২০০৯-১০ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত প্রায় ৭৩,৫১৪ কিঃমিঃ সড়ক উন্নয়ন কাজ সম্পন্ন করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত এলজিইডি গ্রামীণ অঞ্চলে ৩,৪০,৩১২ মিটার ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ করেছে। এছাড়াও ৪,৮৯২টি গ্রোথ-সেন্টার/গ্রামীণ হাট বাজার উন্নয়ন, ৩,৪৮৭টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ, ৪২৫টি উপজেলা কমপ্লেক্স নির্মাণ, ১,৮৮৯টি সাইক্লোন সেন্টার নির্মাণ করেছে।

টেকসই নগর উন্নয়ন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পূর্ব শর্ত। এ ক্ষেত্রে এলজিইডি বিগত ১৫ বছরে নগরাঞ্চলে টেকসই যোগাযোগ ব্যবস্থার লক্ষ্যে বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে প্রায় ১৩,৫৪১ কি.মি. রাস্তা/ ফুটপাত এবং ২১,১৪৪ মিটার ব্রীজ/ কালভার্ট নির্মাণ করেছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত এলজিইডি কর্তৃক পরিবহন অবকাঠামো উন্নয়নে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ সারণি ১১.২ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.২: এলজিইডি'র অধীনে পরিবহন অবকাঠামোগত উন্নয়ন

কার্যক্রম	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২	২০২২-২৩*	মোট**
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫
পাকা রাস্তা নির্মাণ/ পুনর্বাসন (কি:মি:)	৪৬১৪	৪৯০৫	৬৬৩৯	৬৫৪৯	৫৯৯০	৪৮১৩	৫২০০	৮৫৩৪	৫৪০০	৫৫০০	৩১০০	৪৪৫০	৩৭৯৭	৭৩৫১৪
ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মি:)	৩৮৫০২	২৬৪১৫	২৭০৫৭	৩২৭০৭	২৯০০০	২৮৫০০	৩২০০০	২৯৭০০	৩০০০০	৭৯৭৮	১৮০০০	২০০০০	১৫৩৯০	৩৪০৩১২
নগর অঞ্চলে সড়ক ও ফুটপাত নির্মাণ (কি:মি:)	৭০	৪৬৮	৭১৭	৬৯৮	১৩১৫	১১১০	১০৩৭	১২৫৬	১৭৪৬	২৩৩২	৭১০	১৫৬০	৪৩০	১৩৫৪১
নগর অঞ্চলে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ (মি:)	৭৯১	৬২৭	৭৮৪	১০১১	১২৪০	৯১৫	৭৯৫	১১৬৭	৩৬১৫	২৫৩৮	৩৮৫৭	১৮০৪	১৭৫০	২১১৪৪

উৎসঃ এলজিইডি। * মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত। ** ২০০৯-২০১০ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত

Rural Connectivity Improvement Project (RCIP) এর আওতায় GIS Based Development of Rural Master Plan কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এর আওতায় নতুন রাস্তা নির্মাণ ও পুরাতন রাস্তার সংস্কার কার্যক্রমের লক্ষ্যে একটি জিআইএস বেইজড রোড প্রায়োরাইটাইজেশন সিস্টেম প্রস্তুত করা হবে। জাতীয়ভাবে জিআইএস ডাটা শেয়ার করার অভিন্ন প্লাটফর্ম হিসেবে বাংলাদেশ জরিপ অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধানে National Spatial Data Infrastructure (NSDI) প্রস্তুতির কাজ চলছে।

এলজিইডি উপকূলীয় দুর্যোগ প্রবণ ৬টি জেলার ২৪টি উপজেলায় 'জলবায়ু সহনশীল গ্রামীণ অবকা্ঠামো প্রকল্প' (১ম সংশোধিত) বাস্তবায়ন করছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৮৪৩.০০ কিলোমিটার গ্রামীণ মাটির সড়কের উন্নয়ন, ৭৯.৮৯ কিলোমিটার এইচবিবি সড়ক উন্নয়ন, ৭৩৫.০০ মিটার ড্রেন অবকাঠামো তৈরি, ৫৬.৮৪ কিলোমিটার খাল খনন ও পুনঃখনন এবং ৮৬.১৪ কিলোমিটার এলাকায় বৃক্ষরোপন করা হয়েছে।

উপকূলীয় পল্লী এলাকার জনগণের জানমাল সুরক্ষায় এলজিইডি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্প (এমডিএসপি) বাস্তবায়ন করছে। উপকূলীয় জেলাগুলো হচ্ছে - বরিশাল, ভোলা, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, ফেনী, নোয়াখালী ও লক্ষ্মীপুর। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৩২৩টি নতুন ঘূর্ণিঝড় আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে এবং ২১১ টি নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে, ৩৯৬ বিদ্যমান আশ্রয়কেন্দ্র মেরামত করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ)

বাংলাদেশ রোড ট্রান্সপোর্ট অথরিটি (বিআরটিএ) সড়ক পরিবহন সেক্টরের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, তত্ত্বাবধান ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে কাজ করে থাকে। বিআরটিএ'র ৫৭টি জেলা সার্কেল ও ৫টি মেট্রো সার্কেল অফিস এর মাধ্যমে এসব কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে। এ প্রতিষ্ঠানের মূল কাজ হলো- মোটরযানের রেজিস্ট্রেশন ও ফিটনেস প্রদান এবং রুট পারমিট ও ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু। বিআরটিএ পরিবহন সেক্টরের সার্বিক উন্নয়নে ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠায়ও গুরুত্বপুর্ণ ভূমিকা পালন করছে। গ্রাহক সেবার মান বৃদ্ধি, পরিবেশ দূষণ রোধ এবং যানজট নিরসনে বিআরটিএ'র সাম্প্রতিক সময়ে গৃহীত ব্যবস্থাসমূহ নিম্নে উল্লেখ করা হলোঃ

- জনগণের দোরগোঁড়ায় বিআরটিএ'র সকল সেবা পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) নামে একটি কেন্দ্রীয় প্ল্যাটফর্ম চালু করা হয়েছে। শিক্ষানবিশ ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রিন্ট, রাইডশেয়ারিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট ও রাইডশেয়ারিং মোটরযান এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রিন্ট, বিআরটিএ ঢাকা বিভাগ ও চট্টগ্রাম বিভাগের সকল সার্কেলে মোটরযানের ফিটনেস নবায়নের জন্য এ্যাপয়েন্টমেণ্ট গ্রহণ, মোটরযানের কর ও ফি জমা প্রদান, মোটরযান রেজিস্ট্রেশনের জন্য অনলাইনে আবেদন দাখিল, ড্রাইভিং লাইসেন্স পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ ইত্যাদি সেবাসমূহ বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টাল (বিএসপি) এর মাধ্যমে অনলাইনে প্রদান করা হচ্ছে।
- ড্রাইভিং লাইসেন্স সংক্রান্ত সেবা প্রাপ্তি সহজতর করার লক্ষ্যে অনলাইনে আবেদন গত ১৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখ থেকে বিআরটিএ সার্ভিস পোর্টালে (BSP) চালু হয়েছে। উক্ত অনলাইন আবেদন প্রক্রিয়া চালুর ফলে আবেদনকারীকে অন্ততঃ ৪ বারের পরিবর্তে শুধুমাত্র ০১ বার বিআরটিএ'র পরীক্ষা কেন্দ্রে এসে বায়োএনরোলমেন্ট প্রদান ও পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে হবে। গ্রাহকের নিজস্ব বিএসপি অ্যাকাউন্ট থেকে কিউআর কোড সম্বলিত ই-পেপার ড্রাইভিং লাইসেন্স ডাউনলোড করে প্রিন্ট কিংবা মোবাইলে সফট কপি প্রদর্শন করে মোটরযান চালানোর কাজে ব্যবহার করা যাবে। প্রিন্টিং কার্যক্রম সম্পাদন শেষে আবেদনকারীর প্রদত্ত ঠিকানায় ডাকযোগে ড্রাইভিং লাইসেন্স স্মার্ট কার্ড পৌছে দেয়া হচ্ছে।
- স্বয়ংক্রিয় পদ্ধতিতে মোটরযানের ফিটনেস নবায়নের জন্য কোরিয়ান আন্তর্জাতিক সহযোগি সংস্থার আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বিআরটিএ'র মিরপুরস্থ ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১ এ গত অক্টোবর ২০১৬ থেকে ২ লেন বিশিষ্ট ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার (ভিআইসি) এর মাধ্যমে ফিটনেস সার্টিফিকেট প্রদান করা হচ্ছে। সম্প্রতি একই অফিসে আরও ১২ লেন বিশিষ্ট ভিআইসি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।
- রেজিস্ট্রেশন সার্টিফিকেট, বিআরটিএ ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেম ইত্যাদির

ডাটাসমূহ আন্তর্জাতিক মানের কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টারে (ব্যাক-আপসহ) নিরাপদ ও সুরক্ষিত রাখার নিমিত্ত কেন্দ্রীয় ডাটা সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে।

- সড়ক দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতের সংখ্যা কমিয়ে আনার লক্ষ্যে National Road Safety Strategic Action Plan ২০২১-২৪ এর খসড়া প্রণয়ন করা হয়েছে। 'গতিসীমা মেনে চলি, সড়ক দুর্ঘটনা রোধ করি' প্রতিপাদ্য নিয়ে ২২ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে জাতীয় নিরাপদ সড়ক দিবস উদযাপন করা হয়েছে।

বিআরটিএ'র ২০২২-২৩ অর্থবছরের ৩০৫৪.০০ কোটি টাকা রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রার বিপরীতে ফেব্রুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত ১,৩০৩.৩৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় করা হয়েছে। ২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত রাজস্ব আদায়ে বিআরটিএ'র লক্ষ্যমাত্রা ও প্রকৃত আদায় সারণি ১১.৩-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৩: বিআরটিএ'র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আদায়

কোটি টাকায়

অর্থবছর	লক্ষ্যমাত্রা	আদায়	আদায়ের শতকরা হার
২০১০-১১	৯০৮.৫৬	৬৮৫.৬০	৭৫.৪৬
২০১১-১২	৯০৩.৫৯	৬৪২.৩৭	৭১.০৯
২০১২-১৩	১১০১.২৫	৭৬৯.৮৬	৬৯.৯১
২০১৩-১৪	১১৫৬.৬০	৯৫২.২৫	৮২.৩৩
২০১৪-১৫	১২৪৯.২৩	১০৬২.২৯	৮৫.০৪
২০১৫-১৬	১৩৫৪.০১	১৬১৯.০২	১১৯.৫৭
২০১৬-১৭	১৭৭১.৮৪	১৪৬৯.৮৬	৮২.৯৬
২০১৭-১৮	১৮০৫.৫১	১৫৪৫.০৭	৮৫.৫৭
২০১৮-১৯	১৮৩৪.১৪	১৮২৫.৮৩	৯৯.৫৫
২০১৯-২০	২০১৭.৯২	১৬৮১.৬৭	৮৩.৩৪
২০২০-২১	২২৩৫	১৬২৭	৭২.৭৯
২০২১-২২	২৪০০	১৮২৩.৮৭	৭৫.৯৯
২০২২-২৩*	৩০৫৪	১৩০৩.৩৫	৪২.৬৮

উৎসঃ বিআরটিএ। *ফেব্রুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি)

দেশের পরিবহন খাতের মান ও ভাড়া নিয়ন্ত্রণ এবং তুলনামূলকভাবে উন্নত ও মানসম্মত পরিবহন সেবা প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশন (বিআরটিসি) দেশে সাশ্রয়ী মূল্যে দ্রুত, দক্ষ, আরামপ্রদ, আধুনিক ও নিরাপদ সড়ক পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে থাকে। বর্তমানে বিআরটিসি'র যানবহরে মোট ১,৩৫০টি বাস ও ৫৮৫টি ট্রাক রয়েছে এবং মোট ২২টি বাস ডিপো ও ২টি ট্রাক ডিপো রয়েছে।

বিআরটিসি'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি:

- মোটর ড্রাইভিং, মোটর মেকানিক ও ওয়েল্ডিং ইত্যাদি বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে দেশের বিভিন্ন জেলায় বিআরটিসি'র প্রচলিত নিয়মে ২৪টি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (০৪টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ২০টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র) পরিচালিত হচ্ছে। উক্ত প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের মাধ্যমে ২০২১-২২ ও ২০২২-২৩ (জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) অর্থবছরে যথাক্রমে ১৪,৭৯৪ ও ৭,৮৪৩ প্রশিক্ষণার্থীকে (পুরুষ ও মহিলা) প্রশিক্ষণ দেয়া হয়েছে।
- কোরিয়া হতে ৩৪০টি CNG এবং ৫০টি ইলেকট্রিক একতলা এসিবাস এবং ভারত হতে ১০০টি ইলেকট্রিক দ্বিতল এসিবাস ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।
- "আমাদের বিআরটিসি" মোবাইল এ্যাপসের মাধ্যমে বর্তমানে বিআরটিসি বাসের ১৩টি রুটের সময়সূচি ও নির্দিষ্ট অবস্থান সম্পর্কে যাত্রীসাধারণ জানতে পারছে।
- বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রী পরিবহনসহ বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ষ্টাফদের যাতায়াতের সুবিধার্থে মোট ৪৭টি প্রতিষ্ঠানের বিপরীতে ৪০২টি স্টাফ বাস পরিচালিত হচ্ছে। পাশাপাশি, কোমলমতি শিশুদের যাতায়াতের সুবিধার্থে চট্টগ্রামে জেলা পরিষদের তত্ত্বাবধানে ১০টি দ্বিতল বাস নিয়মিত চলাচল করছে। বর্তমানে শুধুমাত্র মহিলাদের জন্য ঢাকা মহানগরীতে ০৭টি বাস ০৭টি রুটে পরিচালিত হচ্ছে।
- খেতাবপ্রাপ্ত মুক্তিযোদ্ধা ও যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিআরটিসি'র বাসে বিনা ভাড়ায় যাতায়াতের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। মহিলা, শিশু ও প্রতিবন্ধীদের জন্য প্রতিটি বাসে ১৫টি আসন আলাদাভাবে সংরক্ষণ করা হচ্ছে এবং বিআরিটিসি'র বাস ধুমপান মুক্ত করা হয়েছে।
- ঢাকা-কোলকাতা-ঢাকা, ঢাকা-আগরতলা-ঢাকা, আগরতলা-ঢাকা-কোলকাতা-আগরতলা, ঢাকা-সিলেট-শিলং-গোহাটি-ঢাকা এবং ঢাকা-খুলনা-কোলকাতা-ঢাকা রূটে বিআরটিসি'র আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস চালু রয়েছে।
- ২০১৯ সালে সংগ্রহকৃত ৬৬৩টি বাস ও ৩৩৪টি ট্রাকে VTS (Vehicle Tracking System) চালু করা

হয়েছে। পর্যায়ক্রমে বিআরটিসি'র সকল বাস/ট্রাকে VTS চালুর পরিকল্পনা রয়েছে।

- 'দক্ষ চালক তৈরীর লক্ষ্যে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য বিআরটিসি'র ০৩টি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট ও ১৭টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র আধুনিকায়ন ও শক্তিশালীকরণ' শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২১টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে নতুন ভবন নির্মাণসহ ২৫টি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের জন্য আধুনিক প্রশিক্ষণ সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করা হচ্ছে।
- অর্থ বিভাগের আওতায় SEIP প্রকল্পের মাধ্যমে আগামী ০৫ বছরে ০১ (এক) লক্ষ দক্ষ চালক তৈরির লক্ষ্যে একটি কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বিআরটিসি'র মাধ্যমে ০৫ বছরে ৪৭,৫০০ জনকে দক্ষ চালক হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ১ম পর্যায়ে ১৪,৭০০ জন ও ২য় পর্যায়ে ৮,১০০ জন ও ৩য় পর্যায়ে ১৭,৭০০ জন প্রশিক্ষাণার্থীর প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে ২৭৪৯ জন প্রশিক্ষণার্থীর প্রশিক্ষণ চলমান আছে।

সারণি ১১.৪-এ ২০১০-১১ হতে ২০২২-২৩ (জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত) অর্থবছরে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্পোরেশনের রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.৪: বিআরটিসি'র রাজস্ব আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	পরিচালন ব্যয়	পরিচালন উদ্বৃত্ত
২০১০-১১	১১৫.১১	১০৯.৮৪	৫.২৭
২০১১-১২	১৭৩.৬০	১৭১.৯০	১.৭০
২০১২-১৩	২০১.৭০	১৯৮.৪৮	৩.২২
২০১৩-১৪	২৪৩.১১	২৩৩.৫৩	৯.৫৮
২০১৪-১৫	২৩৪.০৭	২৩০.৫১	৩.৫৬
২০১৫-১৬	২৬৬.৩৬	২৫৮.৩১	৮.০৫
২০১৬-১৭	২৬২.৫৫	২৬৭.৬০	-৫.০৫
২০১৭-১৮	২৫৩.১৮	২৫৬.১০	-২.৯২
২০১৮-১৯	২৫৮.৮৮	২৫৯.৮২	-০.৯৪
২০১৯-২০	৩৪৯.২৮	৩২৪.৪৩	২৪.৮৫
২০২০-২১	৩২৪.৪৬	২৯৯.৬৮	২৪.৭৮
২০২১-২২	৪৭৫.৯১	৪৪০.১৫	৩৫.৭৬
২০২২-২৩*	৩৭২.৬৪	৩৩৯.০৪	৩৩.৬০

উৎসঃ বিআরটিসি। * জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ)

ঢাকা পরিবহন সমন্বয় কর্তৃপক্ষ (ডিটিসিএ) ঢাকা মহানগরী ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহের গণপরিবহন ব্যবস্থাকে সমন্বিত করার লক্ষ্যে ২০১২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। ডিটিসিএ'র আওতাভুক্ত এলাকার আয়তন ৭,৪০০ বর্গকিলোমিটার, এর আওতাধীন জেলাগুলো হলো- ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, গাজীপুর ও নরসিংদী জেলা। বর্তমানে ডিটিসিএ এর আওতাভুক্ত এলাকার পরিবহন সংশ্লিষ্ট সকল উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, অনুমোদন, সমন্বয় ও পরিবীক্ষণ করে থাকে।

ডিটিসিএ'র উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমসমূহের অগ্রগতি

- গাজীপুর ও নারায়ণগঞ্জ শহরে পরিবহন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে ডিটিসিএ কর্তৃক "Preparation of Comprehensive Transport Master Plan for Narayanganj and Gazipur City Corporation" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।
- SMART Card ব্যবহার করে বিভিন্ন পরিবহন মাধ্যম যেমন-মেট্রোরেল, বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, বাংলাদেশ রেলওয়ে, বিআরটিসি'র বাস, বিআইডব্লিউটিসি'র নৌযান ও চুক্তিবদ্ধ বেসরকারি বাসে স্বাচ্ছন্দ্যে ও নিরবচ্ছিন্নভাবে যাতায়াতের লক্ষ্যে e-Clearing House ২০১৭ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় এবং 'র‍্যাপিড পাস' নামে স্মার্ট কার্ড চালু করা হয়।
- '৪টি ইন্টারসেকশনের (গুলশান-১, মহাখালী, পল্টন ও গুলিস্তানের ইন্টারসেকশন এলাকায়) ভৌত উন্নয়ন ও Intelligent Transportation System (ITS) নিয়ন্ত্রিত একটি স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ঢাকায় জানজট হ্রাসের লক্ষ্যে 'ঢাকা ইন্টিগ্রেটেড ট্রাফিক ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট' প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে যা শীঘ্রই সম্পন্ন হবে। এ প্রকল্পের আওতায় কর্মপরিকল্পনা ও ম্যানুয়ালের খসড়া জাপানি বিশেষজ্ঞ দল কর্তৃক প্রস্তুত হবে যা ITS স্থাপনের পর প্রাপ্ত তথ্যাদির উপর ভিত্তি করে চূড়ান্ত করা হবে।
- "বাস ডিপো ও টার্মিনাল সম্ভাব্যতা যাচাই এবং কনসেপ্ট ডিজাইন' প্রকল্পের মাধ্যমে আন্তঃজেলা ও সিটি বাস টার্মিনাল নির্মাণের জন্য ঢাকা শহরের চারদিকে ১০টি উপযুক্ত স্থান নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ডিটিসিএ আইন অনুযায়ী কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নির্মিতব্য বহুতল ভবন ও আবাসিক প্রকল্প গ্রহণের পূর্বে ডিটিসিএ হতে যানবাহন প্রবেশ-নির্গমন ও চলাচল (Traffic Circulation) সংক্রান্ত নক্সা অনুমোদনের বিধান রয়েছে। Traffic Impact Assessment (TIA) এর মাধ্যমে এ বিষয়ে অনাপত্তি দেয়া হচ্ছে।
- জাতীয় সড়ক নিরাপত্তা কাউন্সিলের সুপারিশ অনুযায়ী ডিটিসিএ'তে ছয় সদস্যবিশিষ্ট একটি রোড সেফটি সেল প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।
- Revised Strategic Transport Plan (RSTP) এর সুপারিশের আলোকে ঢাকাকে বাইপাস করে

বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলের সাথে সংযোগ স্থাপন করার জন্য ঢাকার আউটার রিং রোড এর সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য "ফিজিবিলিটি স্টাডি অন ঢাকা আউটার রিং রোডঃ ইস্টার্ন, ওয়েস্টার্ন, নর্দান পার্ট প্রকল্প" শীর্ষক প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড (ডিএমটিসিএল)

ঢাকা মহানগরী ও তৎসংলগ্ন পার্শ্ববর্তী এলাকার যানজট নিরসনে ও পরিবেশ উন্নয়নে সরকারি মালিকানাধীন Dhaka Mass Transit Company Limited (DMTCL) কর্তৃক ২০৩০ সালের মধ্যে ৬টি Mass Rapid Transit (MRT) বা মেট্রোরেলের সমন্বয়ে একটি শক্তিশালী নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার নিমিত্ত একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে।

গৃহীত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনাটি সারণি ১১.৫-এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.৫: ঢাকা ম্যাস ট্রানজিট কোম্পানি লিমিটেড এর সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা, ২০৩০

এমআরটি লাইনের নাম	পর্যায়	সমাপ্তির সাল	ধরণ
এমআরটি লাইন-৬	প্রথম	২০২৫	উড়াল
এমআরটি লাইন-১	দ্বিতীয়	২০২৬	উড়াল ও পাতাল
এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট		২০২৮	
এমআরটি লাইন-৫: সাউদার্ন রুট	তৃতীয়	২০৩০	
এমআরটি লাইন-২			
এমআরটি লাইন-৪			

উৎস:সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ।

MRT Line-6: সংশোধিত কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী উত্তরা হতে মতিঝিল পর্যন্ত ২১.২৬ কিলোমিটার দীর্ঘ এমআরটি লাইন-৬ এর নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ১৭টি স্টেশন বিশিষ্ট এমআরটি লাইন-৬ এর মাধ্যমে ঘন্টায় ৬০ হাজার যাত্রী পরিবহন সক্ষম হবে। ৩১ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ পর্যন্ত সার্বিক গড় অগ্রগতি ৯২.৫২%। উত্তরা উত্তর হতে আগারগাঁও পর্যন্ত অংশ গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শুভ উদ্বোধন করেছেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখ থেকে এই অংশে মেট্রো ট্রেন নিয়মিত চলাচল করছে। দ্বিতীয় পর্যায়ে নির্মাণের জন্য আগারগাঁও থেকে মতিঝিল অংশের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৯১.০২%। মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত ১.১৬ কিলোমিটার বর্ধিত করার নিমিত্ত নির্মাণ কাজ চলছে। আগামী জুন ২০২৫ মাসে মতিঝিল থেকে কমলাপুর পর্যন্ত অংশ উদ্বোধনের পরিকল্পনা রয়েছে।

MRT Line-1: ২০২৬ সালের মধ্যে কমলাপুর থেকে বিমানবন্দর পর্যন্ত ১৯.৮৭২ কিলোমিটার পাতাল এবং নতুন বাজার থেকে পিতলগঞ্জ ডিপো পর্যন্ত ১১.৩৬৯ কিলোমিটার উড়াল মোট ৩১.২৪১ কিলোমিটার দীর্ঘ ও ২১টি স্টেশন বিশিষ্ট MRT Line-1 নির্মাণের নিমিত্ত ১২টি প্যাকেজের দরপত্র আহ্বান কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন আছে। নির্মাণ কাজ তত্ত্বাবধানের জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। কন্ট্রাক্ট প্যাকেজ CP-01 এর আওতায় পিতলগঞ্জ ডিপোর ভূমি উন্নয়নের জন্য ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগ করা হয়েছে। ২০২৬ সালের মধ্যে এমআরটি লাইন-১ চালু হলে দৈনিক ৮ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করতে সক্ষম হবে।

MRT Line-5 (Northern Route): হেমায়েতপুর হতে ভাটারা পর্যন্ত পাতাল ও উড়াল সমন্বয়ে ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ (পাতাল ১৩.৫০ কিলোমিটার এবং উড়াল ৬.৫০ কিলোমিটার) ও ১৪টি স্টেশন (পাতাল ৯টি এবং উড়াল ৫টি) বিশিষ্ট এমআরটি লাইন-৫ এর Feasibility Study ও Basic Design ও ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। Detailed Design ও দরপত্র আহ্বানের কার্যক্রম বিভিন্ন পর্যায়ে বাস্তবায়নাধীন আছে। হেমায়েতপুর ডিপোর ভূমি উন্নয়ন সংক্রান্ত প্যাকেজ CP-01 এর ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান নিয়োগের কার্যক্রম চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। আগামী জুলাই ২০২৩ মাসে MRT Line-5: Northern Route এর নির্মাণ কাজের শুভ উদ্বোধন করার পরিকল্পনা রয়েছে। ২০২৮ সালের ডিসেম্বর মাসে এমআরটি লাইন-৫ চালু হলে দৈনিক ১২ লক্ষ ৩০ হাজার যাত্রী যাতায়াত করতে সক্ষম হবে।

MRT Line-5 (Southern Route): ২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী থেকে আফতাব নগর পশ্চিম পর্যন্ত ১২.৮০ কিলোমিটার পাতাল এবং আফতাব নগর সেন্টার থেকে বালুরপাড় পর্যন্ত ৪.৬০ কিলোমিটার উড়াল মোট ১৭.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-5: Southern Route নির্মাণের নিমিত্ত Feasibility Study সম্পন্ন হয়েছে। বিভিন্ন ধরণের সার্ভে ও Engineering Design এর কাজ চলমান রয়েছে। Feasibility Study এর ভিত্তিতে বিনিয়োগ প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। ২০৩০ সালের মধ্যে প্রকল্পটি সম্পন্ন হলে দৈনিক ৯ লক্ষ ২৪ হাজার ৫০০ যাত্রী যাতায়াত করতে সক্ষম হবে।

MRT Line-2: ২০৩০ সালের মধ্যে গাবতলী হতে চট্টগ্রাম রোড পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে প্রায় ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ G2G ভিত্তিতে PPP পদ্ধতিতে MRT Line-2 নির্মাণের

লক্ষ্যে জাপান ও বাংলাদেশ সরকারের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। MRT Line-2 এর ডিপো ও ডিপো এক্সেস করিডোর নির্মাণের জন্য ঢাকা জেলার ডেমরা এলাকায় গ্রীন মডেল টাউন এবং আমুলিয়া মডেল টাউন এর মধ্যবর্তী স্থানে মোট ৬৫ হেক্টর ভূমি প্রাথমিকভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

MRT Line-4: ২০৩০ সালের মধ্যে কমলাপুর থেকে সাইনবোর্ড হয়ে নারায়ণগঞ্জ জেলার মদনপুর পর্যন্ত উড়াল ও পাতাল সমন্বয়ে প্রায় ১৬ কিলোমিটার দীর্ঘ MRT Line-4 নির্মাণের নিমিত্ত Feasibility Study করার জন্য উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা অনুসন্ধান করা হচ্ছে।

Transit Oriented Development (TOD) Hub: বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায় যে, শুধুমাত্র ভাড়া আদায়ের আয় থেকে লাভজনকভাবে মেট্রোরেল পরিচালনা করা যায় না। এই প্রেক্ষাপটে Non-fare Business হিসেবে MRT Line-6 এর উত্তরা সেন্টার স্টেশন সংলগ্ন ভূমিতে এবং এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট এর গাবতলী মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় TOD Hub নির্মাণের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় রাজউক এর একটি প্রকল্পের মাধ্যমে MRT Line-6 এর উত্তরা সেন্টার মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় TOD নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ভূমিকে Green Field এবং এমআরটি লাইন-৫: নর্দার্ন রুট এর গাবতলী মেট্রোরেল স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় TOD নির্মাণের জন্য নির্ধারিত ভূমিকে Brown Field হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। প্রকল্পটির আওতায় TOD নির্মাণের জন্য Draft Concept Plan প্রস্তুত করা হচ্ছে।

সেতু বিভাগ

সেতু বিভাগ ১,৫০০ মিটার ও তদূর্ধ্ব দৈর্ঘ্যের সেতু, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ও টানেল নির্মাণ এবং টোল সড়ক, ফ্লাইওভার, এক্সপ্রেসওয়ে, কজওয়ে, লিংক রোড ইত্যাদি নির্মাণ এবং রক্ষণাবেক্ষণ কাজে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান। সেতু বিভাগের আওতায় একমাত্র সংস্থা 'বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ' এর উল্লেখযোগ্য কর্মকান্ডসমূহ নিম্নরূপঃ

বঙ্গবন্ধু সেতু

যমুনা নদী দ্বারা বিভক্ত দেশের দু'টি অঞ্চলকে একীভূত করে রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে দেশের সার্বিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৮ সালে যমুনা নদীর উপর ৪.৮ কিলোমিটার দীর্ঘ বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণ করা হয়। বঙ্গবন্ধু সেতু নির্মাণের ফলে যাতায়াত ব্যবস্থা সহজতর হওয়ায় বিপণনের সুবিধার কারণে উত্তরাঞ্চলে কৃষি পণ্যাদি উৎপাদনের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং উত্তরাঞ্চলে শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠছে।

২০১০-১১ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু সেতু হতে টোল বাবদ রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ সারণি ১১.৬ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৬: বঙ্গবন্ধু সেতু হতে সংগৃহীত টোলের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বৎসর	রাজস্ব আদায়
২০১০-১১	২৬৭.৬৬
২০১১-১২	৩০৪.৬৬
২০১২-১৩	৩২৫.২০
২০১৩-১৪	৩২৩.৩৮
২০১৪-১৫	৩৪৯.০৮
২০১৫-১৬	৪০২.৪৩
২০১৬-১৭	৪৮৪.৪২
২০১৭-১৮	৫৪৩.৮০
২০১৮-১৯	৫৭৫.৪১
২০১৯-২০	৫৬০.২৮
২০২০-২১	৬৫৪.৮২
২০২১-২২	৭০৪.৫৫
২০২২-২৩*	৪৩৯.৬৮

উৎসঃ বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

পদ্মা সেতু

দেশের দক্ষিণাঞ্চলের সাথে অন্যান্য অঞ্চলের সুষ্ঠু এবং সমন্বিত যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তোলার লক্ষ্যে মাওয়া-জাজিরা অবস্থানে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত ৬.১৫ কিলোমিটার দীর্ঘ পদ্মা সেতু গত ২৫ জুন ২০২২ তারিখ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন এবং ২৬ জুন ২০২২ তারিখ হতে সেতুটি যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছে। ৩০,১৯৩.৩৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থায়নে দেশের সর্ববৃহৎ সেতুটি চালু হওয়ার পর হতে ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মোট ৫৪৫.৫৯ কোটি টাকা টোল আদায় করা হয়েছে। বর্তমানে প্রকল্পের নদীশাসন কাজ চলমান রয়েছে। নদীশাসন কাজের অগ্রগতি ৯৭.৫০% এবং প্রকল্পের সার্বিক ভৌত অগ্রগতি ৯৭.০০%।

পদ্মা সেতুর উপরের অংশ দিয়ে যানবাহন ও নীচের অংশ দিয়ে রেল চলাচল করবে। এ সেতুর ফলে প্রায় ৪৪,০০০ বর্গ কিলোমিটার বা বাংলাদেশের মোট এলাকার ২৯% অঞ্চলজুড়ে ৩ কোটিরও অধিক জনগণ প্রত্যক্ষভাবে উপকৃত হবে। সেতুটি প্রস্তাবিত এশিয়ান হাইওয়ে AH-1-এ অবস্থিত হওয়ায়

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ যাতায়াত ব্যবস্থাসহ দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে অবস্থিত দেশগুলোর মধ্যে যাতায়াত ব্যবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হবে।

ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর হতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালী পর্যন্ত ৪৬.৭৩ কি.মি. দীর্ঘ ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে ঢাকা শহরের যানজট সমস্যা সমাধানে নির্মাণ করা হচ্ছে। ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে পিপিপি ভিত্তিতে নির্মাণের লক্ষ্যে বিনিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে ১৫ ডিসেম্বর ২০১৩ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ১ম ধাপের ১৪৮২ টি পাইল, ৩২৬ টি পাইল ক্যাপ, ৩২৩ টি কলাম, ৩২০ টি ক্রস-বিম, ৩০৪৮ টি আই গার্ডার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ২৯৭৪ টি আই গার্ডার এবং ৩১৭ টি ব্রীজ ডেক স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ২য় ধাপের ১৫৭৫টি পাইল, ৩১৫টি পাইল ক্যাপ, ২৯৯টি কলাম, ২৬৮টি ক্রস-বিম ও ১৫৪১টি আই গার্ডার নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ১৪২৬টি আই গার্ডার এবং ৫৮টি ব্রীজ ডেক স্থাপন কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ১ম ধাপের অগ্রগতি ৯৪.৩৫%, ২য় ধাপের অগ্রগতি ৪৮.৩০%, ৩য় ধাপের অগ্রগতি ৩.২৩% এবং সার্বিক অগ্রগতি ৫৮.৭৩%। জুন ২০২৪ সময়ের মধ্যে এ এক্সপ্রেসওয়ের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।

কর্ণফুলী নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ

চট্টগ্রাম শহরের পশ্চিম অংশের সাথে পূর্ব অংশের সংযোগ স্থাপন, যানজট নিরসন, ঢাকা-চট্টগ্রাম-কক্সবাজার সরাসরি সড়ক যোগাযোগ সহজীকরণ, চট্টগ্রাম সমুদ্রবন্দর এবং প্রস্তাবিত গভীর সমুদ্র বন্দরের পণ্য পরিবহণের লক্ষ্যে কর্ণফুলী নদীর তলদেশে ৩.৪০ কিলোমিটার দীর্ঘ টানেল নির্মাণ কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে রয়েছে। টানেলটি নির্মিত হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধিতে ০.১৬৬ শতাংশ অবদান রাখবে। ইতোমধ্যে সবকটি অর্থাৎ ১৯,৬১৬টি টানেল সেগমেন্ট কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে। গত ২৬ নভেম্বর ২০২২ তারিখ টানেলের দক্ষিণ টিউবের পূর্ত কাজের সমাপ্তি উদযাপন করা হয়েছে। ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত প্রকল্পের ৯৬.৫০% ভৌত কাজ সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্পের ২য় সংশোধিত ডিপিপি গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ২য় সংশোধিত ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় ১০,৬৮৯.৭১ কোটি টাকা এবং প্রকল্পের সংশোধিত মেয়াদ ০১ নভেম্বর ২০১৫ থেকে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৩।

বিআরটি লেন নির্মাণ (এলিভেটেড অংশ)

'সাসটেইনেবল আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রজেক্ট' এর আওতায় গাজীপুর হতে হযরত শাহাজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর পর্যন্ত ২০ কিলোমিটার দীর্ঘ Bus Rapid Transit বা BRT লেন নির্মাণ প্রকল্প ২,০৩৯.৮৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে ৪.৫ কিলোমিটার দীর্ঘ এলিভেটেড অংশ সেতু বিভাগের অধীন সংস্থা বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ বাস্তবায়ন করবে। এলিভেটেড অংশের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে এবং ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত কাজের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ৮৭.৭৮%। প্রকল্পটির ৩য় সংশোধিত ডিপিপি গত ২৬ ডিসেম্বর ২০২২ তারিখে অনুমোদিত হয়েছে।

ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে আশুলিয়া হয়ে ইপিজেড পর্যন্ত ২৪ কিলোমিটার দীর্ঘ ঢাকা-আশুলিয়া এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ প্রকল্পটির প্রাক্কলিত ব্যয় ১৬,৯০১.৩২ কোটি টাকা। এ প্রকল্পটি জি-টু-জি ভিত্তিতে নির্মাণে চীন সরকারের মনোনীত প্রতিষ্ঠানের সাথে ২৯ নভেম্বর ২০১৭ তারিখে বাণিজ্যিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। গত ২৬ অক্টোবর ২০২১ তারিখে চায়না এক্সিম ব্যাংকের সাথে ঋণচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং গত ১০ মে ২০২২ তারিখ হতে তা কার্যকর হয়েছে। প্রকল্পের ভূমি অধিগ্রহণ, ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়ন ও প্রকল্পের পাইল নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের ভৌত অগ্রগতি ২.৭৫%। এটি নির্মিত হলে এশিয়ান হাইওয়ে নেটওয়ার্ক এবং প্রায় সকল জাতীয় মহাসড়কের সাথে যুক্ত হওয়ার পাশাপাশি ঢাকার সাথে ৩০টি জেলার সংযোগ স্থাপনকারী আব্দুল্লাহপুর-আশুলিয়া-বাইপাইল-চন্দ্রা করিডোরে যানজট অনেকাংশে হ্রাস পাবে। এটি নির্মিত হলে জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ০.২১ শতাংশ বৃদ্ধি পাবে।

কচুয়া-বেতাগী-পটুয়াখালী সড়কে পায়রা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

দক্ষিণাঞ্চলের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের অংশ হিসেবে কচুয়া- বেতাগী -পটুয়াখালী -লোহালিয়া -কালাইয়া সড়কে পায়রা নদীর উপর ১.৬৯ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণে মোট ১,০৪২ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি গত ১০ মার্চ ২০২০ তারিখের একনেক সভায় অনুমোদিত হয়। মূল সেতু নির্মাণের লক্ষ্যে ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সাথে মার্চ ২০২২ তারিখে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণ ও ডিটেইল ডিজাইন প্রণয়নের কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্পের

RAP & EIA এর চূড়ান্ত রিপোর্ট ও পরিবেশ ছাড়পত্র ইতোমধ্যে পাওয়া গেছে । ২০২৫ সাল নাগাদ এই সেতুর নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হবে আশা করা যায়।

পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত সড়ক প্রশস্তকরণ ও দোতলা রাস্তা নির্মাণ

পঞ্চবটি হতে মুক্তারপুর সেতু পর্যন্ত ১০.৭৫ কিলোমিটার সড়ক প্রশস্তকরণ এবং ৯.০৬ কিলোমিটার দোতলা রাস্তা নির্মাণের লক্ষ্যে ২,২৪২.৭৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বর্ণিত প্রকল্পের ডিপিপি গত ০৮ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্পের ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান এবং পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নিয়োগের চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বর্তমানে ভূমি অধিগ্রহণ কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালী পর্যন্ত উড়াল সড়ক নির্মাণ

কিশোরগঞ্জ জেলার মিঠামইন উপজেলা সদর হতে করিমগঞ্জ উপজেলার মরিচখালী পর্যন্ত ১৫.৩১ কিলোমিটার দীর্ঘ উড়াল সড়ক নির্মাণের লক্ষ্যে ৫৬৫১.১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিপিপি গত ১৭ জানুয়ারি ২০২৩ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটির মেয়াদ ০১ মার্চ ২০২৩ থেকে ৩০ জুন ২০২৮।

ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর সেতু নির্মাণ

নারায়নগঞ্জ ও ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার মধ্যে ভুলতা-আড়াইহাজার-বাঞ্ছারামপুর সড়কে মেঘনা নদীর উপর ১.৭ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এটি বাস্তবায়নের জন্য ইতোমধ্যে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়ার একটি কনসোর্টিয়াম এর সাথে সেতুটি জিটুজি পিপিপি ভিত্তিতে নির্মাণের লক্ষ্যে নিয়োগকৃত Transaction Advisor এর কাজ চলমান রয়েছে। বর্তমানে LAP, RAP, EIA এবং Traffic Study সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়া Updated Feasibility Study Report, RFP এবং PPP Contract দাখিল করা হয়েছে।

বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়ন এবং নতুন সেতু ও ইনার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশনারি উন্নয়ন দর্শনে অনুপ্রাণিত হয়ে ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভিষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে উন্নীতকরণের লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষ ২৫ বছর মেয়াদী একটি মাস্টারপ্ল্যান প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। সমন্বিত ও নিরবচ্ছিন্ন পরিবহন ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ এবং দেশের সড়ক যোগাযোগ নেটওয়ার্ক উন্নয়নের লক্ষ্যে উক্ত মাস্টারপ্ল্যানে স্বল্প, মধ্যম ও দীর্ঘ মেয়াদে বাস্তবায়নযোগ্য প্রকল্পসমূহ চিহ্নিতকরণ, গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের সুপারিশ করা হবে। তাছাড়া, চাঁদপুর-শরীয়তপুর অবস্থানে মেঘনা নদীর উপর ও লক্ষীপুর-ভোলা সড়কে মেঘনা নদীর উপর এবং ঢাকা ইনার এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণে সম্ভাব্যতা সমীক্ষা পরিচালনা করা হবে। বাংলাদেশ সেতু কর্তৃপক্ষের নিজস্ব অর্থায়নে মোট ৩৭১.৯০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে এ সমীক্ষা প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে।

রেল যোগাযোগ

বাংলাদেশ রেলওয়েকে গণপরিবহণের নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী, পরিবেশবান্ধব, যুগোপযোগী ও গণমুখী করার লক্ষ্যে রেলপথ বিভাগকে ২০১১ সালে একটি স্বতন্ত্র মন্ত্রণালয়ে উন্নীত করা হয়। রেল যোগাযোগ ও পরিবহন পরিসেবার মানোন্নয়নকে ৮ম পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা এবং প্রেক্ষিত পরিকল্পনা রূপকল্প-২০২১ শীর্ষক জাতীয় দলিলে অগ্রাধিকার খাত হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং অতীতের যেকোনো সময়ের তুলনায় রেলওয়ের উন্নয়নের জন্য অধিক অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে। নতুন অনুমোদিত রেলওয়ের মহাপরিকল্পনায় জুলাই ২০১৬ থেকে জুন ২০৪৫ পর্যন্ত ৬টি পর্যায়ে বাস্তবায়নের জন্য ৫,৫৩,৬৬২.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ২৩০টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে।

বর্তমানে ৩,১০১ কিলোমিটার দীর্ঘ রেললাইনের নেটওয়ার্ক দেশের ৪৩টি জেলাসহ প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ স্থানকে সংযুক্ত করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার, নতুন নতুন লোকোমোটিভ ও ওয়াগন সংগ্রহ, পুরনো লোকোমোটিভ ও ওয়াগন পুনর্বাসন, রেললাইন সম্প্রসারণ ও পুনর্বাসন, রেলস্টেশন সংস্কার ও আধুনিকীকরণ, লেভেলক্রসিং গেইটসমূহের সংস্কার ও আধুনিকীকরণ, কম্পিউটার বেইজড সিগনালিং ব্যবস্থা প্রবর্তন প্রভৃতি উন্নয়ন কার্যক্রম গ্রহণ করা

হয়েছে। এছাড়া বাংলাদেশ রেলওয়েকে ৪টি জোন এবং ৮টি বিভাগে উন্নীত করার বিষয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনার আলোকে কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের বাজেটে ৩৩টি অনুমোদিত প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের পক্ষে কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। এ সব উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে রেলে যোগাযোগ ও পরিবহন পরিসেবার সার্বিক মানোন্নয়ন ঘটবে, নতুন নতুন জেলাকে রেল নেটওয়ার্কের আওতায় এনে অভ্যন্তরীণ রেল যোগাযোগ নেটওয়ার্কের উন্নয়ন ছাড়াও আন্তর্জাতিক রেল যোগাযোগ (ট্রান্স এশিয়ান রেল নেটওয়ার্ক, সার্ক রেল নেটওয়ার্ক ইত্যাদি) প্রতিষ্ঠিত হবে এবং রাজধানী ঢাকার যানজট নিরসনে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

২০০৯ সাল থেকে অদ্যাবধি বাংলাদেশ রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জিত সাফল্য হলো ৬৫০.১১ কি:মি: নতুন রেল লাইন নির্মাণ, ২৮০.২৮ কি:মি: মিটারগেজ রেল লাইন ডুয়েলগেজে রূপান্তর, ১২৬টি স্টেশন বিল্ডিং নতুন নির্মাণ, ৭৩২টি নতুন রেল সেতু নির্মাণ।

বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পসমূহ হচ্ছেঃ 'পদ্মাসেতু রেলসংযোগ প্রকল্প', 'বঙ্গবন্ধু রেলওয়ে সেতু নির্মাণ', 'দোহাজারী হতে রামু হয়ে কক্সবাজার এবং রামু হতে মায়ানমারের নিকটে গুনদুম পর্যন্ত সিঙ্গেল লাইন ডুয়েল গেজ ট্র্যাক নির্মাণ', 'আখাউড়া থেকে লাকসাম পর্যন্ত ডুয়েল গেজ ডাবল রেললাইন নির্মাণ এবং বিদ্যমান রেললাইনকে ডুয়েল গেজে রূপান্তর', খুলনা হতে মোংলাপোর্ট পর্যন্ত রেলপথ নির্মাণ, 'বাংলাদেশ রেলওয়ের ঢাকা-টঙ্গী সেকশনে ৩য় ও ৪র্থ ডুয়েলগেজ লাইন এবং টঙ্গী-জয়দেবপুর সেকশনে ডুয়েলগেজ ডাবল লাইন নির্মাণ', 'বাংলাদেশ রেলওয়ের বগুড়া হতে শহীদ এম মনসুর আলী স্টেশন পর্যন্ত নতুন ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ', 'বাংলাদেশ রেলওয়ের মধুখালী হয়ে মাগুরা শহর পর্যন্ত ব্রডগেজ রেলপথ নির্মাণ', 'ঢাকা-নারায়ণগঞ্জ সেকশনে বিদ্যমান মিটারগেজ রেললাইনের সমান্তরাল একটি ডুয়েলগেজ রেললাইন নির্মাণ', 'বাংলাদেশ রেলওয়ের পার্বতীপুর হতে কাউনিয়া পর্যন্ত মিটারগেজ রেলওয়ে লাইন ডুয়েলগেজে রূপান্তর', 'বাংলাদেশ রেলওয়ের খুলনা-দর্শনা ডাবল লাইন নির্মাণ'।

২০১০-১১ থেকে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ডের তথ্য সারণি ১১.৭-এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৭: বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্বিক কর্মকান্ড

অর্থ বছর	যাত্রী পরিবহন কিঃ মিঃ হিসেবে (মিলিয়ন)	পণ্য পরিবহন টন কিঃ মিঃ হিসেবে (মিলিয়ন)	*রাজস্ব আয় (কোটি টাকায়)	রাজস্ব ব্যয় (কোটি টাকায়)
১	২	৩	৫	৬
২০১০-১১	৮০৫১.৯২	৬৯২.৬৪	৭৪৭.০৭	১৪৯১.৮২
২০১১-১২	৮৭৮৭.২৩	৫৮২.১১	৭২৬.৪২	১৫৬৭.১২
২০১২-১৩	৮২৫৩.৪২	৫২৫.৩৭	৮০৪.২৬	১৫৬২.৩৮
২০১৩-১৪	৮১৩৪.৭০	৬৭৭.৩৫	৮০০.১৭	১৬০১.৬৯
২০১৪-১৫	৮৭১১.৩৬	৬৯৩.৮৪	৯৩৫.৪৫	১৮০৮.২৯
২০১৫-১৬	৯১৬৭.১৮	৬৭৫.০৯	৯০৪.০২	২২২৯.২২
২০১৬-১৭	১০,০৪০.৬৬	১০৫২.৬৭	১৩০.৩৭	২৮৩৫.৫২
২০১৭-১৮	১২৯৯৩.৯১	১২৩৬.৫০	১৪৮৬.১৫	২৯১৮.০২
২০১৮-১৯	১৪৩৩৪.৭৬	৯১৩.৪৮	১৪০৬.৫	৩০৫০.৬৬
২০১৯-২০	৯৫৭৭.৬৮	১০০২.০৪	১১২৫.৮৫	৩১৮৮.৯৭
২০২০-২১	১০৪৫৫.৬০	১০৪২.০০	১১৮২.০০	৩২৮৪.০০
২০২১-২২*	১০৪৫৫.৬০	১০৪২.০০	১১৮২.০০	৩২৮৪.০০

উৎসঃ রেলপথ মন্ত্রণালয়। *সাময়িক।

নৌযোগাযোগ

নৌপথ একটি সাশ্রয়ী, পরিবেশ বান্ধব ও নিরাপদ যোগাযোগ ব্যবস্থা। নৌপথের সর্বোচ্চ ব্যবহারের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন অবকাঠামোর উন্নয়ন, রক্ষণাবেক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আধুনিক বন্দর ব্যবস্থাপনা, নিরাপদ ও নিরবচ্ছিন্ন নৌযান চলাচল নিশ্চিতকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন এবং দক্ষ ও সাশ্রয়ী

নৌপরিবহন সেবা প্রদানের মাধ্যমে দেশের সার্বিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান প্রভৃতি কার্য সম্পাদনের লক্ষ্যে নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন বিভিন্ন দপ্তর/ সংস্থার কার্যক্রম নিম্নে তুলে ধরা হলো।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ)

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন ব্যবস্থার উন্নয়ন, সংরক্ষণ, পরিচালন ও নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত দায়িত্ব পালন করে থাকে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি)-তে বিআইডব্লিউটিএ'র মোট ১৪টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ২০২২-২৩ অর্থবছরের আরএডিপির আওতায় উক্ত প্রকল্পসমূহের বিপরীতে বরাদ্দ রয়েছে ১২৮০.০০ কোটি টাকা এবং ফেব্রুয়ারি' ২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ৩৯৫.৫১ কোটি টাকা। বিআইডব্লিউটিএ'র ড্রেজিং বহরে মোট ৪৫ টি ড্রেজার এবং ২৫৫টি ড্রেজার সহায়ক জলযান, ১২টি লংবুম এক্সাভেটর, ০২টি ডেমুলেশন এক্সাভেটর, ০৫টি এম্ফিবিয়ান এক্সকেভেটর, ০৩টি কেবিন ক্রুজার, ২৩টি পন্টুন এবং ১২টি ফর্ক লিফট রয়েছে। সারণি ১১.৮ এ ২০১০-১১ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিএ'র রাজস্ব আয়-ব্যয়ের বিবরণী দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.৮: বিআইডব্লিউটিএ'র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীটলাভ/নীট লোকসান (+/-)
২০১০-১১	২৩৭.৫৩	২৩৯.১০	-১.৫৭
২০১১-১২	২৯০.৭৮	২৭২.৯১	১৭.৮৭
২০১২-১৩	৩৪৯.০৯	৩২৯.৪০	১৯.৬৯
২০১৩-১৪	৩২০.০৪	৩৭৭.৬১	-৫৭.৫৭
২০১৪-১৫	৩৫৮.০২	৩৮২.৩১	-২৪.২৯
২০১৫-১৬	৫০০.৮০	৫১৮.৮৮	-১৮.০৮
২০১৬-১৭	৬১৪.৪৬	৬৯৯.৬৭	-৮৫.২১
২০১৭-১৮	৬২৫.৩৫	৬৮৯.৩৩	-৬৩.৯৮
২০১৮-১৯	৬৭৯.৩৮	৬৯৮.৫০	-১৯.১২
২০১৯-২০	৭৫৯.১৩	৭৬২.৬৬	-৩.৫৩
২০২০-২১	৭৭২.৯১	৮০২.২৩	-২৯.৩২
২০২১-২২	৮০৯.০৭	৮৭৮.৬১	-৬৯.৫৪
২০২২-২৩*	৫১৩.৭৫	৫৭১.০৭	-৫৭.৩২

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

বিআইডব্লিউটিএ প্রতি বছর অভ্যন্তরীণ নৌপথের বিভিন্ন স্থানে উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন/ড্রেজিং কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। যাত্রী ও মালামাল পরিবহন সহজতর করা এ কার্যক্রমের লক্ষ্য। ২০১০-১১ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ বিভিন্ন নৌপথে সম্পাদিত উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খনন (Capital and maintenance dredging)-এর পরিমাণ সারণি ১১.৯ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.৯: বিআইডব্লিউটিএ'র অর্থবছর ভিত্তিক উন্নয়ন ও সংরক্ষণ খননের পরিমাণ

অর্থবছর	খনন/ড্রেজিংয়ের পরিমাণ (লক্ষ ঘনমিটার)		
	উন্নয়ন খনন	সংরক্ষণ খনন	মোট
২০১০-১১	২৫.৫৪	৪০.১৬	৬৫.৭০
২০১১-১২	২৪.৪৭	৪৩.৬১	৬৮.০৮
২০১২-১৩	৫৬.০৩	৪৪.৬৫	১০০.৬৮
২০১৩-১৪	৪৭.০২	৫৭.৯০	১০৪.৯২
২০১৪-১৫	১২০.১৫	৫০.৭৭	১৭০.৯২
২০১৫-১৬	১৭৮.২২	১০৪.৭৯	২৮৩.০১
২০১৬-১৭	১৫৮.৭৯	১১৭.৩৭	২৭৬.১৬
২০১৭-১৮	২১১.৮৯	১৩৪.৯৮	৩৪৬.৮৭
২০১৮-১৯	২৭৮.৮৪	১৩৯.৬৩	৪১৮.৪৭
২০১৯-২০	১৫২.৯৬	২৮০.৭৩	৪৩৩.৬৯
২০২০-২১	২২০.৭৬	২২৬.৩৩	৪৪৭.০৯
২০২১-২২	২৬৫.৯১	২২৬.৬৭	৪৯২.৫৮
২০২২-২৩*	৬৫.৭১	১২৮.০২	১৯৩.৭৩

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ। *জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

২০১৫-১৬ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথসমূহের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কার্যক্রম এর তথ্যাদি সারণি ১১.১০ এ প্রদান করা হলোঃ

সারণি ১১.১০: অভ্যন্তরীণ ও উপকূলীয় নৌপথসমূহের হাইড্রোগ্রাফিক জরিপ কার্যক্রম

অর্থবছর	অভ্যন্তরীণ নৌপথ (বর্গ কিঃ মিঃ)	উপকূলীয় নৌপথ (বর্গ কিঃ মিঃ)
২০১৫-১৬	২৭৫১.৩৪	১০০০.০০
২০১৬-১৭	২৭৫০.০০	১২০০.০০
২০১৭-১৮	২৭০০.০০	১০০০.০০
২০১৮-১৯	১৮৬৪.৪০	৭০০.০০
২০১৯-২০	১৯৯২.২৫	৭৫০.০০
২০২০-২১	১৭১২.১৯	২১০০.০০
২০২১-২২	১৫৩৩.০	১৬৭৭.০০
২০২২-২৩*	১৫৫৬.২৫	১০৬.০০

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্তৃপক্ষ। *জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন কর্পোরেশন (বিআইডব্লিউটিসি)

বিভিন্ন সেক্টরে সেবার মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে ২০০৯ থেকে ২০২৩ (জানুয়ারি ২০২৩) পর্যন্ত সময়ে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে বিআইডব্লিউটিসি ২৩টি ফেরি, ২টি অভ্যন্তরীণ যাত্রীবাহী জাহাজ, ২টি উপকূলীয় যাত্রীবাহী জাহাজ, ১২টি ওয়াটার বাস, ৪টি সি-ট্রাক, ২টি অয়েল ট্যাংকার ও ৪টি কন্টেইনারবাহি জাহাজসহ সর্বমোট ৭০টি নৌযান নির্মাণ করেছে।

বিআইডব্লিউটিসির উল্লেখযোগ্য অর্জনসমূহঃ

- সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে নির্মিত দুটি শ্যালো ড্রাফট ওয়েল ট্যাংকার ও একটি ফ্লোটিং ওয়ার্কসপ সম্প্রতি সংযুক্ত হয়েছে।
- ১৬.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে ৮টি রেকার সংগ্রহপূর্বক বিভিন্ন ফেরি ঘাটে স্থাপন করা হয়েছে। ফলে ফেরি ঘাটে, এপ্রোচ রোডে ও ফেরিতে বিকল যানবাহন দ্রুত অপসারণপূর্বক নির্বিঘ্ন ফেরি পারাপার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।
- মার্চ ২০১৯ হতে পাটুরিয়া, দৌলতদিয়া ফেরি ঘাটে যানবাহন পারাপারে অটোমেশন পদ্ধতি চালু করা হয়েছে। পর্যায়ক্রমে সকল যানবাহনে অটোমেশন পদ্ধতি চালু করা হবে।
- উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় ৪টি কনেটইনারবাহি জাহাজ নির্মাণের পর জাহাজগুলো চট্টগ্রাম বন্দর হতে পানগাঁও কনেটইনারবাহি টার্মিনাল এবং চট্টগ্রাম হতে কোলকাতা নৌপথে কনেটইনার পরিবহনে নিয়োজিত করা হয়েছে।

২০১০-১১ হতে ২০২১-২২ অর্থবছর পর্যন্ত বিআইডব্লিউটিসির মোট আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১১ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১১: বিআইডব্লিউটিসি'র আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	প্রকৃত ব্যয়	নীট মুনাফা
২০১০-১১	২১১.৯৯	১৫৩.৮১	৩২.০৮
২০১১-১২	২২৯.৬৮	১৮৩.৪৮	১৯.২৮
২০১২-১৩	২৭২.২১	২১৬.১৩	৫৬.০৮
২০১৩-১৪	২৯৭.৩৫	২৩৫.০৮	৬২.২৭
২০১৪-১৫	৩২৬.৭২	২৬৯.৪৩	৫৭.২৯
২০১৫-১৬	৩৫৯.১৮	৩১০.৯৬	৪৮.২২
২০১৬-১৭	৩৫৬.৯৫	৩২৯.৭১	২৭.২৪
২০১৭-১৮	৩৭১.৯১	২৮৭.৩৬	৮৪.৫৫
২০১৮-১৯	৩৮০.১৩	৩০৭.৬২	১৫.১৬
২০১৯-২০	৩৭১.৩২	৩১২.৪০	-৫.৬৩
২০২০-২১	৪১০.৯৮	৩৯০.১০	২০.৮৮
২০২১-২২	৪৩৮.৫৯	৪৪০.৮৬	-২.২৭

উৎসঃ বাংলাদেশ অভ্যন্তরীন নৌ-পরিবহন কর্পোরেশন।

চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ

দেশের শতকরা প্রায় ৯২ ভাগ সমুদ্রপথের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য চট্টগ্রাম বন্দরের মাধ্যমে সম্পন্ন হয়ে থাকে। দেশের ক্রমবর্ধমান আমদানি রপ্তানির সাথে পাল্লা দিয়ে চট্টগ্রাম বন্দরের কার্যক্রম বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ইয়ার্ড ও টার্মিনাল নির্মাণ করে চট্টগ্রাম বন্দরে ২০২১-২২ অর্থবছরে প্রায় ৩২,৫৫,৩৫৮ TEUs কন্টেইনার এবং ১১,৮১,৭৪,১৬০ মে.টন কার্গো হ্যান্ডেলিং করা হয়েছে। ২০২১-২২ অর্থবছরে আমদানী-রপ্তানি বৃদ্ধির হার গড়ে কার্গোর ক্ষেত্রে ৩.৭৭ শতাংশ ও কন্টেইনারের ক্ষেত্রে ৭.১৬ শতাংশ. বন্দরে কনটেইনার প্রবৃদ্ধি সামাল দিতে কী-গ্যান্ট্রিক্রেন, রাবার টায়ার গ্যান্ট্রিক্রেনসহ বর্তমানে মোট ১৫৩টি কনটেইনার হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট, ২৪৮টি কার্গো হ্যান্ডলিং ইকুইপমেন্ট রয়েছে। আরো ১০৪টি ইকুইপমেন্ট সংগ্রহের প্রক্রিয়া চলমান রয়েছে।

সারণি ১১.১২ এ ২০১০-১১ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বন্দরের আয়-ব্যয়ের সার্বিক পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১২: চট্টগ্রাম বন্দরের আয় ব্যয়ের পরিসংখ্যান

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	রাজস্ব উদ্বৃত্ত
২০১০-১১	১৪৫৩.১৫	৬৩৪.১৩	৮১৯.০২
২০১১-১২	১৫২৯.৯২	৬৫২.৬২	৮৭৭.৩০
২০১২-১৩	১৫৭০.৩৭	৮০৩.০০	৭৬৭.৩৭
২০১৩-১৪	১৬৩৪.৩২	৮১৫.৬৫	৮১৮.৬৭
২০১৪-১৫	১৮৭৬.৮২	৮৬০.৯৫	১০১৫.৮৭
২০১৫-১৬	২০২৯.২৫	১০৬৫.৮৩	৯৬৩.৪২
২০১৬-১৭	২৪০৭.৬৫	১৩৫২.৫৪	১০৫৫.১১
২০১৭-১৮	২৬৬১.৭৬	১৩৯০.৫২	১২৭১.২৪
২০১৮-১৯	২৮৯২.৮৬	১৬১০.৫৩	১২৮২.৩৩
২০১৯-২০	২৯২৪.৯৯	১৭১৬.২৯	১২০৮.৭০
২০২০-২১	৩০৭০.৩৬	১৮৯২.৭৫	১১৭৭.৬১
২০২১-২২*	৩৫৮৫.০১	১৯৩৪.৩০	১৬৫০.৭১
২০২২-২৩*	২০৭৮.৬০	৯০৭.৮১	১১৭০.৭৯

উৎসঃ চট্টগ্রাম বন্দর কর্তৃপক্ষ * সাময়িক **জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ

মোংলা বন্দর পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে আজ আধুনিক বন্দরে রূপান্তরিত হতে যাচ্ছে। বর্তমানে ৬টি নিজস্ব জেটি, ব্যক্তিমালিকানাধীন ১৪টি জেটি, ৩টি মুরিং এবং ২৪টি এ্যাংকোরেজ এর মাধ্যমে মোট ৪৭টি জাহাজ একসাথে হ্যান্ডেল করার সক্ষমতা এ বন্দরের রয়েছে। ২টি ওয়্যারহাউজ, ৪টি ট্রানজিট শেড, ১টি স্টাফিং এন্ড আনস্টাফিং শেড, ৬টি কন্টেইনার ইয়ার্ড, ২টি কার ইয়ার্ড এর মাধ্যমে মোংলা বন্দরে বার্ষিক ১.৫০ কোটি মেট্রিক টন কার্গো এবং ১ লক্ষ টিইউজ কন্টেইনার এবং ২০ হাজার গাড়ি হ্যান্ডলিং এর সক্ষমতা রয়েছে। নিম্নের সারণি ১১.১৩ এ ২০১০-১১ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মোংলা বন্দরের রাজস্ব আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৩: মোংলা বন্দরের রাজস্ব, আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থবছর	আয়	ব্যয়	মুনাফা/লোকসান
২০১০-১১	৮৫.৫২	৬৩.৬৯	২১.৮৩
২০১১-১২	১০৫.৮১	৭১.৬৬	৩৪.১৫
২০১২- ১৩	১৩৮.০৮	৯৪.১৩	৪৩.৯৫
২০১৩- ১৪	১৫৫.৭৩	১০২.১০	৫৩.৬৩
২০১৪-১৫	১৭০.১৭	১০৯.৪৮	৬০.৬৯
২০১৫-১৬	১৯৬.৬২	১৩১.৯০	৬৪.৭২
২০১৬-১৭	২২৬.৫৬	১৫৫.১৫	৭১.৪১
২০১৭-১৮	২৭৬.১৪	১৬৬.৮১	১০৯.৩৩
২০১৮-১৯	৩২৯.১২	১৯৬.১২	১৩৩.০০
২০১৯-২০	৩৩৮.১৯	২২১.০১	১১৭.১৮
২০২০-২১	৩৪৮.৩৫	২১৭.২৭	১৩১.০৮
২০২১-২২	৩১৭.০৮	২১৯.৯৯	৯৭.০৯
২০২২-২৩*	২০৭.৯৩	১৫২.৯৩	৫৫.০০

উৎসঃ মোংলা বন্দর কর্তৃপক্ষ। *ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

২০১০-১১ অর্থবছর হতে ২০২০-২১ অর্থবছর পর্যন্ত মোংলা বন্দরে জাহাজ ১২.২৩ শতাংশ হারে, কার্গো ১৪.৭৫% হারে, কন্টেইনার ৫.৫৯ শতাংশ হারে এবং রাজস্ব আয় ১৩.১৭% হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৯৭০টি জাহাজ, ১১৯.৪৫ লাখ মেঃটন কার্গো, ৪৩,৯৫৯ টিইইউজ কন্টেইনার হ্যান্ডেল করেছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে ৩৪০ কোটি টাকার রাজস্ব আয় করতে সক্ষম হয়েছে।

পায়রা বন্দর কর্তৃপক্ষ

পায়রা বন্দর দেশের ৩য় সমুদ্রবন্দর হিসেবে ২০১৩ সালে যাত্রা শুরু করে । সীমিত আকারে বন্দরকে অপারেশনাল কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে বহিঃনোঙ্গারে ক্লিংকার, সার ও অন্যান্য বাল্ক পণ্যবাহী জাহাজ আনয়ন ও বার্জের মাধ্যমে দেশের অভ্যন্তরে পরিবহনের জন্য নৌপথ চিহ্নিত করে ফেয়ারওয়ে ও মুরিংবয়া স্থাপন, যোগাযোগের জন্য Very High Frequency (VHF) বেইজ ষ্টেশনসহ যোগাযোগ যন্ত্রপাতি স্থাপন এবং কাস্টমস ও শিপিং সুবিধাদির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 'ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব পোর্টস এন্ড হারবার' এর চাহিদা মোতাবেক বন্দরের চ্যানেল ও বহিঃনোঙ্গারের নিরাপত্তার জন্য International Ship and Port Facility Security (ISPS) কোড বাস্তবায়ন এবং জাতিসংঘ কর্তৃক ইউএন লোকেটর কোড বরাদ্দ করা হয়েছে।

বন্দর প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৫,৩৯০ একর ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে। ৯.৭৫ মিলিয়ন ঘনমিটার জরুরি রক্ষণাবেক্ষণ ড্রেজিং করার ফলে ২৫,০০০ DWT ধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন জাহাজ বন্দরে আগমন করতে সক্ষম হয়েছে। বন্দরকে অধিকতর

গতিশীল করার লক্ষ্যে ৫০,০০০ DWT ধারণ ক্ষমতার জাহাজ বন্দরে আগমনের উপযোগী করার জন্য ক্যাপিটাল ড্রেজিং কার্যক্রমটি গত ২৭ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক শুভ উদ্বোধন করা হয়। জানুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত ১৩০২ টি দেশী/আন্তর্জাতিক জাহাজ ৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন পণ্য নিরাপদে খালাসের মাধ্যমে পায়রা বন্দর (ভ্যাটসহ) ৭১.৪০ কোটি টাকা আয় করেছে। আশা করা যাচ্ছে মার্চ, ২০২৪ সালের মধ্যে বন্দরে জাহাজ চলাচল দ্বিগুণ বৃদ্ধি পাবে।

বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ

বর্তমানে মোট স্থলবন্দরের সংখ্যা ২৪টি এবং চালুকৃত স্থলবন্দরের সংখ্যা ১৫টি। চালুকৃত ১৫টি স্থলবন্দরের মধ্যে বেনাপোল, ভোমরা, আখাউড়া, বুড়িমারী, নাকুগাঁও, তামাবিল, সোনাহাট, গোবড়াকুড়া-কড়ইতলী, বিলোনিয়া ও রামগড় স্থলবন্দর বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের (বাস্তবক) নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত হচ্ছে এবং সোনামসজিদ, হিলি, টেকনাফ, বাংলাবান্ধা ও বিবিরবাজার স্থলবন্দর Build Operate Transfer (BOT) ভিত্তিতে পরিচালিত হচ্ছে। ২০১০-১১ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১৪ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৪: বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	আয়	ব্যয়	উদ্বৃত্ত
২০১০-১১	৪১.২০	৩২.৩৮	৮.৮২
২০১১-১২	৪২.০৮	৩১.৯১	১০.১৭
২০১২-১৩	৪৭.৭৮	৩৫.৮২	১১.৯৬
২০১৩-১৪	৬১.৩১	৫১.০৬	১০.২৫
২০১৪-১৫	৭০.৫২	৪৭.৩৮	২৩.১৪
২০১৫-১৬	৮৩.২০	৫৫.৩৬	২৭.৮৪
২০১৬-১৭	১১১.৫১	৭৫.০২	৩৬.৪৯
২০১৭-১৮	১৪৮.৩৩	৯৫.৫৩	৫২.৮০
২০১৮-১৯	২১০.৯৪	১৪৪.২৫	৬৬.৬৮
২০১৯-২০	২০৮.৭৭	১৬০.০৩	৪৮.৭৪
২০২০-২১	২৬৪.৮৩	১৭৪.৭৩	৯০.১০
২০২১-২২	২৭২.৩২	২৫২.২৬	২০.০৬
২০২২-২৩*	১২৮.৩১	৯১.৩৮	৩৬.৯৩

উৎসঃ বাংলাদেশ স্থল বন্দর কর্তৃপক্ষ।*ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত।

২০২২-২৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ স্থলবন্দর কর্তৃপক্ষের আওতায় ১৪২৪.০০ টাকা ব্যয়ে মোট ০৬টি উন্নয়ন প্রকল্প/কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। এ অর্থবছরে বিলোনিয়া, শেওলা ও ধানুয়া-কামালপুর স্থলবন্দর ৩টির উন্নয়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করে অপারেশনাল কার্যক্রম চালু করা হবে। বেনাপোল স্থলবন্দরের যানজট নিরসন ও বন্দর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ৩২৯.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৪১.০০ একর জমির উপর একটি কার্গো ভেহিক্যাল টার্মিনাল নির্মাণ করা হচ্ছে যার প্রায় ৪০% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চলতি ২০২২-২৩ অর্থবছরে বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলায় রামগড়ে স্থলবন্দর আর্ন্তজাতিক প্যাসেঞ্জার টার্মিনাল নির্মাণ করা হয়েছে, যা ফেনী নদীর উপর নির্মিত মৈত্রী সেতুর মাধ্যমে ত্রিপুরা রাজ্যের সাথে ইমিগ্রেশন কার্যক্রম চালু করা সম্ভব হবে।

নৌপরিবহন অধিদপ্তর

নৌপরিবহন অধিদপ্তর আন্তর্জাতিক মান অনুসারে মেরিটাইম প্রশিক্ষণ ও সনদপত্র প্রদান কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি করে এদেশের জনগণের জন্য দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করছে। এতে দক্ষ জনবল বিভিন্ন বিদেশী পতাকাবাহী জাহাজে কর্মসংস্থানের ফলে প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয় হচ্ছে। বাংলাদেশে গৃহীত মেরিটাইম পরীক্ষা এবং সনদায়ন পদ্ধতি আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি লাভ করার ফলে আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থা (IMO) এর 'হোয়াইট লিষ্টে' অন্তর্ভূক্ত বজায় রয়েছে। এতে বিশ্বের সকল দেশে বাংলাদেশী অফিসার ও নাবিকদের প্রশিক্ষণ এবং সনদায়ন গ্রহণযোগ্যতা অব্যাহত আছে। আন্তর্জাতিক নৌপথে বাংলাদেশী জাহাজের নিরাপদ চলাচল ও গতিবিধি পর্যবেক্ষণের জন্য 'লং রেঞ্জ আইডেন্টিফিকেশন ট্র্যাকিং (LRIT)' পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাংলাদেশী নাবিকদের বিশ্বের সকল দেশে যাতায়াতের সুবিধা সৃষ্টির লক্ষ্যে অত্র অধিদপ্তরে 'সীফেয়ারার বায়োমেট্রিক মেশিন রিডেবল' আইডি প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়েছে, যা বাংলাদেশী নাবিকদের বিদেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ আরও সহজতর করছে। লেবার কনভেনশন ২০০৬ এবং সীফেয়ারার্স আইডেনটিটি ডকুমেন্ট (এসআইডি) কনভেনশন (সংশোধিত) ২০০৩ অনুসমর্থন ও বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

নিরাপদ নৌ চলাচল ও আন্তর্জাতিক প্রয়োজনীয়তার নিরীখে উদ্ধারকার্য পরিচালনাসহ দেশের নৌপরিবহন ব্যবস্থাকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীতকরণের লক্ষ্যে ৬৮৭.০৩ কোটি টাকা ব্যয়ে ''এস্টাবলিস্টমেন্ট অব গ্লোবাল মেরিটাইম ডিসট্রেস এন্ড সেইফটি সিস্টেম এন্ড ইন্টিগ্রেটেড মেরিটাইম নেভিগেশন সিস্টেম'' নামক একটি উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে এবং

উহার কার্যক্রম বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। ২০১০-১১ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত সংস্থাটির আয় ব্যয়ের বিবরণী সারণি ১১.১৫ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৫: নৌপরিবহন অধিদপ্তরের আয় ও ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

বৎসর	রাজস্বআয়ের লক্ষ্য মাত্রা	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়
২০১০-১১	১০.২৫	১২.৫৫	৫.৫৩
২০১১-১২	১২.৭১	১৩.২৬	৫.৫৪
২০১২-১৩	১৪.২৬	১২.৯৫	১৪.৬৩
২০১৩-১৪	১৫.২৬	১৪.৪৩	১০.১২
২০১৪-১৫	১৫.৯৯	১৮.২১	৯.৩৩
২০১৫-১৬	১৭.২৯	২৯.০৩	১১.৬৩
২০১৬-১৭	১৯.৭২	৩৩.৪৬	১৬.৩৭
২০১৭-১৮	৩৭.৯৩	৩৮.৯৮	১৬.৫৬
২০১৮-১৯	৩৬.৫৪	৪৩.৮০	১৭.৫৩
২০১৯-২০	৪১.৮১	৩৮.১২	১৫.৬৬
২০২০-২১	৪১.৩৩	৩৯.৬২	১৫.০১
২০২১-২২	৪৭.৭৫	৪৯.৯৪	১৯.৬০
২০২২-২৩*	৪৫.৭৫	৪৫.৪৬	০৯.৯৫

উৎসঃ নৌপরিবহন অধিদপ্তর।* ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (বিএসসি) আন্তর্জাতিক নৌপথে দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান এবং আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের যাবতীয় কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সমাধাকল্পে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করে আসছে। বিএসসি সম্পদের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও ক্রমাগত প্রচেষ্টা ও সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় সর্বমোট ৪৪টি জাহাজের মালিকানা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে। বর্তমানে বিএসসির জাহাজ বহরে ৮টি ভেসেল রয়েছে।

২০১০-১১ সাল থেকে ২০২১-২২ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত বিএসসির মোট আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ সারণি ১১.১৬ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৬: বিএসসির আয়-ব্যয় ও লাভ লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	মোট আয়	মোট ব্যয়	নীট লাভ/(লোকসান)
২০১০-১১	২৬৬.৬৬	২৬৪.৭৯	১.৮৭
২০১১-১২	২৮২.০১	২৮০.৫৫	১.৪৬
২০১২-১৩	৩২৮.৫৯	৩২৬.৯৬	১.৬৩
২০১৩-১৪	১৭১.১৪	১৬৭.৭৭	৩.৩৭
২০১৪-১৫	১৩০.০১	১২৪.৬৭	৫.৩৪
২০১৫-১৬	১১৮.৮১	১১২.০৮	৬.৭৩
২০১৬-১৭	১১৬.৫৫	১০৭.৮৯	৮.৬৬
২০১৭-১৮	১২৬.৫২	১১৪.০০	১২.৫২
২০১৮-১৯	২৩০.৩১	১৭৫.০৮	৫৫.২৩
২০১৯-২০	৩২২.৮৪	২৮১.৩৭	৪১.৪৭
২০২০-২১	৩২২.৯৭	২৫০.৯৫	৭২.০২
২০২১-২২*	২৫৭.৫২	১৩১.২১	১২৬.৩১

উৎসঃ বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন। *ফেব্রুয়ারী ২০২২ পর্যন্ত।

বাংলাদেশ মেরিন একাডেমি

বাংলাদশে মেরিন একাডেমি, চট্টগ্রাম জাতিসংঘের অঙ্গসংস্থা 'IMO STCW Convention' অনুযায়ী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পেশাগতভাবে দক্ষ, পরিবেশ সচেতন, বুদ্ধিদীপ্ত এবং চৌকস প্রায় ৫,০৯০ জন মেরিন ক্যাডেট (২০১২ থেকে অদ্যাবধি ৮৫ জন ফিমেল ক্যাডটেসহ) প্রশিক্ষিত করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে এই একাডেমি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান Nautical Institute, London ও Institute of Marine Engineering, Science and Technology, London এবং মার্চেন্ট নেভি ট্রেনিং বোর্ড, লন্ডন কর্তৃক স্বীকৃতি লাভ করেছে। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক অবস্থানের মধ্যে অস্ট্রেলিয়ান মেরিটাইম কলেজ (University of Tasmania) এর সাথে গবেষণা সহযোগিতা চুক্তি, ইউরোপীয় কমিশনের স্বীকৃতি, সিঙ্গাপুর মেরিটাইম প্রশাসন, ইউকে মার্চেন্ট নেভি ট্রেনিং বোর্ড, নটিকাল ইনস্টিটিউট লন্ডন, IMarEST, লন্ডন এবং South Asian Business Excellence Award 2017 অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট

ন্যাশনাল মেরিটাইম ইনস্টিটিউট বাংলাদেশি নাবিকদের জন্য সরকারের একমাত্র কারিগরি নৌশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এখানে দেশের বেকার যুবকদের নির্ধারিত নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচন করে আন্তর্জাতিক নৌ-সংস্থার (IMO) Standard of Training Certification and Watch keeping for seafarers (STCW) (convention) মোতাবেক প্রণীত

সিলেবাস অনুযায়ী প্রশিক্ষণ প্রদান করে সমুদ্রগামী জাহাজে চাকুরী করার উপযোগী করে গড়ে তোলা হয়।

মাদারীপুরে ন্যাশনাল মেরিটাইম ইন্সটিটিউটের অস্থায়ী শাখা চালু করা হয়েছে। ভূমি অধিগ্রহণ করে স্থায়ী স্থাপনাদি নির্মাণ ও প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতি সংগ্রহের জন্য প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে।

নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর

নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন নাবিকদের কল্যাণমূলক কার্যক্রম এর জন্য একটি রেগুলেটরী সংস্থা নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তর। এ পরিদপ্তর বাংলাদেশের বন্দরে এবং বিদেশের বন্দরে যেখানে নাবিকেরা সমস্যার সম্মুখীন হয় তা নিরসনে সংশ্লিষ্টদের সাথে সমন্বয় করে সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে। পরিদপ্তরটি সম্পূর্ণরূপে একটি সেবাধর্মী প্রতিষ্ঠান। নাবিক ও প্রবাসী শ্রমিক কল্যাণ পরিদপ্তরটির আয়ের উৎস হলো সীম্যান্স হোস্টেলে অবস্থানকারী নাবিকদের মধ্য হতে সীট ভাড়া বাবদ আয় এবং লেভী তহবিল হতে প্রাপ্ত আয়ের নির্ধারিত অংশ (১৫ শতাংশ) সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান।

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন

জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন আইন, ২০১৩ এর আওতায় ২০১৪ সালের ৫ই আগস্ট জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। নদীর অবৈধ দখল, পানি ও পরিবেশ দূষণ, অবৈধ কাঠামো নির্মাণ ও নানাবিধ অনিয়ম রোধকল্পে এবং নদীর স্বাভাবিক প্রবাহ পুনরুদ্ধার, নদীর যথাযথ রক্ষণাবেক্ষণ এবং নৌপরিবহনযোগ্য হিসেবে গড়ে তোলাসহ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে নদীর বহুমাত্রিক ব্যবহার নিশ্চিত করার দায়িত্ব কমিশনের উপর অর্পণ করা হয়।

বিমান যোগাযোগ

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (সিএএবি)

বাংলাদেশের আকাশসীমায় ও বিমানবন্দরসমূহে চলাচলকারী দেশীয় ও আন্তর্জাতিক সকল উড়োজাহাজ এর সময়ানুগ, ত্বরিৎ ও নিরাপদ চলাচল নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সিএএবি বিদ্যমান বিমানবন্দর, এয়ার ট্রাফিক, এয়ার নেভিগেশন, টেলিযোগাযোগ সেবা ও সুবিধাদি এবং অন্যান্য যাত্রী ও বিমান সেবা/সুবিধাদি স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা করে থাকে। সিএএবি এর অধীনে বর্তমানে দেশে ৩টি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ও ৭টি অভ্যন্তরীণ বিমানবন্দর এবং ২টি স্টলপোর্ট রয়েছে। সিএএবি এর আওতাধীন ১২টি বিমানবন্দর ও স্টলপোর্টের মধ্যে বর্তমানে ৮টি বিমানবন্দরে ফ্লাইট পরিচালিত হচ্ছে। যাত্রী স্বল্পতার কারণে ২টি অভ্যন্তরীণ বিমান বন্দর ও ২টি স্টলপোর্টে কোন ফ্লাইট যাতায়াত করছে না।

বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের ২০১০-১১ অর্থবছর থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত মোট আয়-ব্যয়ের বিবরণ সারণি ১১.১৭ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৭: বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের আয়-ব্যয়ের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	সর্বমোট ব্যয় (রাজস্ব ও অন্যান্য)	নীট মুনাফা
২০১০-১১	৬৫৩.৮৯	৩১৬.৮৭	৬২৩.৮৪	৩০.০৫
২০১১-১২	৭৩১.০৫	৩৭৮.৫৪	৮৩৮.৪৪	-১০৭.৩৯
২০১২-১৩	৭৯৫.২১	৩৩০.৩৪	৬৪৪.৫৩	১৫০.৬৮
২০১৩-১৪	১১৫০.২৯	৪২৩.৩৩	৯৭৬.৮৬	১৭৩.৪৩
২০১৪-১৫	১৪১০.৩২	৪৯৭.৬৭	১২৭৭.২২	১৩৩.১০
২০১৫-১৬	১৫০৪.১৭	৫০৬.৮৫	১২৫৬.৭৬	২৪৭.৪১
২০১৬-১৭	১৫১৮.১৪	৫৭১.৫৬	১৪২৪.১৭	৯৩.৯৭
২০১৭-১৮	১৬৫৯.৬৫	৫৯৪.১৬	১৭৬৬.০৪	-১০৬.৩৯
২০১৮-১৯	১৬৯০.৭৯	৬২০.৭৩	১৭০৮.০০	-১৭.২১
২০১৯-২০	১৫৫৪.৫৪	৬৩০.৯৪	২১৬৫.৯৭	-৬১১.৪৩
২০২০-২১	১১৫৯.৪৪	৬৬৬.০৩	১৪৫১.৩৭	২৯১.৯৩
২০২১-২২	১৯১০.৯৮	৭৫৯.৭৩	১৯০০.০০	১০.৯৫
২০২২-২৩*	১০৫৭.৬১	৪০৪.০২	৯৭৩.২৫	৮৪.৩৬

উৎসঃ বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ । *ফেব্রুয়ারি ২০২৩ পর্যন্ত।

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড

বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড (বিমান) বর্তমানে ৭টি অভ্যন্তরীণ ও ২১টি আন্তর্জাতিক গন্তব্যে সার্ভিস পরিচালনা করছে। আন্তর্জাতিক গন্তব্যের মধ্যে সার্কভুক্ত ০৩টি, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় ০৩টি, পূর্ব এশিয়ায় ০২টি, মধ্যপ্রাচ্যে ১০টি, ইউরোপে ০২টি এবং উত্তর আমেরিকায় ০১টি গন্তব্যে বিমানের ফ্লাইট পরিচালনা অব্যাহত আছে। ২০২১-২০২২ অর্থবছরে বাংলাদেশ বিমান মোট ২২,৭৬,৭৩৭ জন যাত্রী এবং ৪৩,৯৭৫ টন কার্গো পরিবহন করেছে।

সম্মানিত যাত্রীদের ফ্লাইট সিডিউল এবং অন্যান্য বিষয়ে তথ্য অবহিতকরণের লক্ষ্যে বিমান কল সেন্টার সেবা চালু করা হয়েছে। এছাড়াও যাত্রীদের টিকেট ক্রয়ের সুবিধার্থে অনলাইন ওয়েব সাইটের পাশাপাশি মোবাইল এ্যাপস চালু করেছে। বিমান দেশের ইতিহাসে প্রথম বারের মত হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে অভ্যন্তরীণ এবং আন্তর্জাতিক যাত্রীদের জন্য ওয়েব চেক-ইন সেবা চালু করেছে।

সারণি ১১.১৮ এ ২০১০-১১ হতে ২০২২-২৩ অর্থবছরের ফেব্রুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত বাংলাদেশ বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ দেওয়া হলোঃ

সারণি ১১.১৮: বিমানের রাজস্ব আয়-ব্যয় ও লাভ-লোকসানের বিবরণ

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	রাজস্ব আয়	রাজস্ব ব্যয়	নীট মুনাফা / লোকসান
২০১০-১১	৩৩৪৩.৯৩	৩৫৬৮.০৯	-২২৪.১৬
২০১১-১২	৩৮২৩.৬৭	৪৪১৭.৮৮	-৫৯৪.২১
২০১২-১৩	৩৯৫১.৮৯	৪২৩৭.৫২	-২৮৫.৬৩
২০১৩-১৪	৩৮১৬.৯৪	৪১০২.৫৬	-২৮৫.৬২
২০১৪-১৫	৪৭৭২.৭৯	৪৪৪৮.৬৫	৩২৪.১৪
২০১৫-১৬	৪৯৬৫.৫৩	৪৭৩০.০৩	২৩৫.৫০
২০১৬-১৭	৪৫৫১.৫২	৪৫০৪.৬৩	৪৬.৯০
২০১৭-১৮	৪৯৩১.৬৪	৫১৩৩.১১	-২০১.৪৭
২০১৮-১৯	৫৭৯৪.৯২	৫৫৭৭.১১	২১৭.৮১
২০১৯-২০	৫০৪৪.৪৫	৫১২৫.৫৮	-৮১.১৩
২০২০-২১	৪১২৮.৩৯	৩৯৬৯.৯৯	১৫৮.৪০
২০২১-২২	৬৯৩৫.২৮	৬৪৯৫.৫০	৪৩৯.৭৮
২০২২-২৩*	৫৪৫৪.২৩	৪৯৩৭.৩৪	৫১৬.৮৯

উৎসঃ বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড। * ফেব্রুয়ারী ২০২৩ পর্যন্ত।

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন (বিটিআরসি)

দেশের সকল জনগণের জন্য নির্ভরযোগ্য, সাশ্রয়ী এবং আধুনিক টেলিযোগাযোগ সেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রন কমিশন (বিটিআরসি) কাজ করে যাচ্ছে। বর্তমানে সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের সামর্থ এবং সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহারের মাধ্যমে বিটিআরসি সারা দেশে ইন্টারনেট, বিশেষত ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বিকাশে কাজ করে যাচ্ছে। গত বছরগুলোতে ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থের মূল্য অনেক হ্রাস পাবার ফলে এর দ্রুত প্রসার ঘটেছে। এছাড়া মানসম্পন্ন ইন্টারনেট সেবা ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে অপটিকাল ফাইবার নেটওয়ার্ক আরো সম্প্রসারিত হয়েছে। ইন্টারনেটের উচ্চমূল্যের কারণে এ উন্নয়নের প্রভাব দেশের সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে যাতে বাধাপ্রাপ্ত না হয় সে লক্ষ্যে বিটিআরসি চালু করেছে 'এক দেশ এক রেট' সেবা । যার কারণে দেশের সকল জনগণের সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত ইন্টারনেট সেবাপ্রাপ্তি নিশ্চিত হচ্ছে।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন ২০২২-২৩ অর্থবছরে মার্চ, ২০২৩ পর্যন্ত ১৬৭৬ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে উদ্বৃত্ত রাজস্ব হিসেবে জমা প্রদান করেছে। বিটিআরসি'র নিজস্ব জনবলের মাধ্যমে "এ্যাডহক-ডিজিটাল নিরাপত্তা সেল" গঠন করা হয়। উক্ত সেল সার্বক্ষনিকভাবে সোশ্যাল মিডিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও জননিরাপত্তাসহ ক্ষতিকর কনটেন্ট মনিটরিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে এবং ক্ষতিকর কনটেন্ট সোশ্যাল মিডিয়া থেকে অপসারণে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। বিভিন্ন ইন্টারনেট জায়ান্ট প্রতিষ্ঠান-Facebook ও Google-YouTube প্রয়োজনীয় নিবন্ধনসহ ভ্যাট প্রদান শুরু করেছে। বিটিআরসি'র লাইসেন্সপ্রাপ্ত সকল অপারেটরসমূহের স্থাপিত টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক এবং ইন্টারনেট সিস্টেমসমূহের সাইবার নিরাপত্তা ঝুঁকি নিরসনে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগ, বিটিআরসি, টেলিযোগাযোগ অধিদপ্তর, ডিজিটাল নিরাপত্তা এজেন্সি এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে বিটিআরসি-সার্ট (BTRC-CSIRT) গঠন করা হয়েছে।

বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড (বিটিসিএল)

বর্তমানে বিটিসিএল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক আধুনিকায়ন প্রকল্পটি ৩৩১৪.৯৪ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে, যার মাধ্যমে দেশের জেলা/উপজেলা পর্যায়ে উচ্চগতির ইন্টারনেট সংযোগসহ আধুনিক টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও দেশব্যাপী শক্তিশালী টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপিত হবে। এছাড়া উচ্চ ক্ষমতার সুইচিং এক্সচেঞ্জ ও ট্রান্সমিশন যন্ত্রপাতি স্থাপনের জন্য "ডিজিটাল কানেকটিভিটি শক্তিশালীকরণে সুইচিং ও ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন'" শীর্ষক প্রকল্প ১৫৫.৩৮ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। ৬১.৯০ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্রগ্রাম মিরসরাই অর্থনৈতিক জোনে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন প্রকল্প, ৪৫৯.৮৫ কোটি টাকা ব্যয়ে হাওর, বাওর ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য টেলিযোগাযোগ সুবিধা (Broadband Wifi) সম্প্রসারণ প্রকল্প এবং ৯৪৫.৫০ কোটি ব্যয়ে দেশব্যাপী উচ্চগতির ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবার বিস্তার ও ইন্টারনেট সেবার মান উন্নয়নের জন্য 'বিটিসিএল-এর ইন্টারনেট প্রটোকল (আইপি) নেটওয়ার্ক উন্নতকরণ ও সম্প্রসারণ' শীর্ষক প্রকল্পসমূহ বিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে। বেজার আওতাধীন ৫টি অর্থনৈতিক অঞ্চলে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের নিমিত্ত ৯৫.১২ কোটি টাকা ব্যয়ে 'অর্থনৈতিক অঞ্চলসমূহে টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন' (১ম পর্যায়)" শীর্ষক প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। ১০৫৯.১০ কোটি টাকা ব্যয়ে দেশব্যাপী ৫জি সেবা প্রদান উপযোগীকরণে আধুনিক ও নিরবচ্ছিন্ন

টেলিযোগাযোগ সার্ভিস নিশ্চিত করার লক্ষ্যে "৫জি'র উপযোগীকরণে বিটিসিএল এর অপটিক্যাল ফাইবার ট্রান্সমিশন নেটওয়ার্ক উন্নয়ন" শীর্ষক প্রকল্প এবং ৩৭৮.৮৪ কোটি টাকা ব্যয়ে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য অত্যাধুনিক ও উচ্চগতির ডেডিকেটেড এক্সটার্নাল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপনের নিমিত্ত 'রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য এক্সটারনাল টেলিযোগাযোগ নেটওয়ার্ক স্থাপন' শীর্ষক প্রকল্পটি বিটিসিএল কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন রয়েছে।

২০১০-১১ থেকে ২০২২-২৩ অর্থবছর পর্যন্ত বিটিসিএল এর রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যমাত্রা ও আয়-ব্যয়ের হিসাব সারণি ১১.১৯ এ দেখানো হলোঃ

সারণি ১১.১৯: বিটিসিএল এর আয়-ব্যয়

(কোটি টাকায়)

অর্থ বছর	লক্ষ্যমাত্রা	রাজস্ব আয়	ব্যয়
২০১০-১১	১৫৬৬	১৬৪০	১৯৭৬
২০১১-১২	১৭৬০	২১৮৬	২২০৩
২০১২-১৩	২৪৯৮	১৭৬১	১৭৫৬
২০১৩-১৪	১৩০৬	১০০৫	১৩৮৫
২০১৪-১৫	৮৪৮	৮২১	১১০৬
২০১৫-১৬	৭৮৪	১২৪২	১৫৭৮
২০১৬-১৭	৯৮২	১২৫৮	১৪৪২
২০১৭১৮-	১১৪৮	১২৬০	১৬৫২
২০১৮১৯-	১২০০	১০৬০	১৪২৮
২০১৯২০-	১০৮৭	৯২২	১২৪৬
২০২০-২১	৮৯৫	৮৫৪	১১০২
২০২১-২২	১১১৬	৯৩৩	৯২৬
২০২২-২৩*	-	৪৬৪	৪৩৪

উৎসঃ বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন্স কোম্পানি লিমিটেড।* ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত

বাংলাদেশ সাবমেরিন ক্যাবল কোম্পানি লিমিটেড (বিএসসিসিএল)

প্রাথমিকভাবে শুধুমাত্র SEA-ME-WE 4 এর মাধ্যমে ৭.৫ জিবিপিএস ব্যান্ডউইড্থ ক্যাপাসিটি নিয়ে যাত্রা শুরু করলেও বিভিন্ন সম্প্রসারণ কার্যক্রমে অংশগ্রহনের ফলে এবং ২০১৭ সালে SEA-ME-WE 5 সাবমেরিন ক্যাবলে সংযুক্ত হবার মাধ্যমে বর্তমানে বিএসসিসিএল এর ব্যান্ডউইড্থ ক্যাপাসিটি ৩৪২০ জিবিপিএস-এ দাঁড়িয়েছে। দেশের সর্বমোট ইন্টারনেট চাহিদার প্রায় ৬০% ব্যান্ডউইড্থ বিএসসিসিএল বর্তমানে এককভাবে সরবরাহ করছে যার পরিমাণ ২৯ মার্চ ২০২৩ তারিখের তথ্য অনুযায়ী প্রায় ২৫২৪ জিবিপিএস (গিগাবিট পার সেকেন্ড)। ইন্টারনেট ব্যান্ডউইড্থের মূল্য জনগণের ক্রয়সীমার মধ্যে এসেছে। বর্তমান সরকারের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টার ফলে প্রতি এমবিপিএস ব্যান্ডউইথের মূল্য ২০০৯ সালে নির্ধারিত ২৭০০০.০০ টাকা থেকে কমে বর্তমানে ২০২৩ সালে তা দাঁড়িয়েছে ৩০০.০০ টাকারও নিচে।

SEA-ME-WE 4 (SMW4) সাবমেরিন ক্যাবলের Upgradation প্রক্রিয়ার আওতায় ইতোমধ্যে সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান Ciena এর সাথে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে এবং চুক্তি অনুসারে ২০২৩ সালের শেষে SMW4 সাবমেরিন ক্যাবলে বিএসসিসিএল এর মোট ক্যাপাসিটির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায় ৪,৬০০ জিবিপিএস। বাংলাদেশের তৃতীয় সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের কাজ SEA-ME-WE6 (SMW6) কনসোর্টিয়ামের আওতায় চলমান রয়েছে। সাবমেরিন ক্যাবল স্থাপনের নিমিত্ত কনসোর্টিয়াম কর্তৃক নির্বাচিত Supplier ১৫/০২/২০২২ তারিখ হতে কাজ শুরু করেছে এবং ডেস্কটপ স্টাডি ও বাংলাদেশ অংশের রুট সার্ভের কাজ সম্পন্ন করেছে। বিএসসিসিএল এর বছর ভিত্তিক রাজস্ব আয় ও মুনাফার তথ্য সারণিঃ ১১.২০ এ দেয়া হলোঃ

সারণি ১১.২০: বিএসসিসিএল এর রাজস্ব পরিস্থিতি

(কোটি টাকায়)

	২০১০-১১	২০১১-১২	২০১২-১৩	২০১৩-১৪	২০১৪-১৫	২০১৫-১৬	২০১৬-১৭	২০১৭-১৮	২০১৮-১৯	২০১৯-২০	২০২০-২১	২০২১-২২
রাজস্ব আয়	৮৩.৭৮	১২১.৪৫	১২৪.৮৪	৭৫.৩৭	৫৪.০৭	৬১.৮৬	১০৩.৬৭	১৪০.৫০	১৯৫.৫৭	২৪৯.৮৬	৩৪৪.৮৫	৪৪১.৭৪
নীট মুনাফা (কর পূর্ব)	৫৪.৪৮	৮৩.১৩	১০৯.৫৯	৪৮.৮১	১৩.৯০	১৭.৮৭	৩৮.৯৫	২৯.৩৯	৭৭.৯০	১২৫.২০	২৩৯.৯৮	৩২০.১০
নীট মুনাফা (কর পরবর্তী)	৩০.৫১	৭৪.৪৮	৮৭.২১	৩৬.২৩	১২.৯১	১৬.৫৫	৩১.৮২	৭.৩৩	৫৮.৫৮	৯৫.৬০	১৯০.৭৩	২৫০.০২

উৎসঃ বিএসসিসিএল, ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়

বাংলাদেশ ডাক বিভাগ

ডাক অধিদপ্তর দেশব্যাপী সুবিস্তৃত নেটওয়ার্কের মাধ্যমে বহুমুখী মৌলিক ডাক সেবা এবং আর্থিক ও তথ্য প্রযুক্তিভিত্তিক ডিজিটাল ডাক সেবা প্রদান করে থাকে। শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে সমাজের সকল স্তরের জনগণের জন্য দ্রুততার সাথে নির্ভরযোগ্য ও সাশ্রয়ী ডাক সেবা নিশ্চিতকরণে ডাক অধিদপ্তর কাজ করে যাচ্ছে। বাস্তবানুগ ও উদ্ভাবনী ধ্যান-ধারণার সুষ্ঠু প্রয়োগের মাধ্যমে জনজীবনে ডাক যোগাযোগে স্বাচ্ছন্দ্যের পাশাপাশি ডাক অধিদপ্তর লাভজনক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হওয়ার লক্ষ্যে সর্বদা সচেষ্ট। তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘর নির্মাণ প্রকল্পের আওতায় সর্বমোট ১,৮৬৩টি ডাকঘরকে তথ্যপ্রযুক্তি নির্ভর গ্রামীণ ডাকঘরে রুপান্তর করা হয়েছে। ডাক বিভাগের কার্যপ্রক্রিয়া স্বয়ংক্রিয়করণ প্রকল্পের আওতায় ৭১টি প্রধান ডাকঘরে সঞ্চয় ব্যাংকের দৈনন্দিন লেনদেন ডিজিটাল পদ্ধতিতে পরিচালিত হচ্ছে। ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার অংশ হিসেবে ডাক অধিদপ্তর গ্রামাঞ্চলে এজেন্ট ব্যাংকিং এবং নগদ সার্ভিস ব্যাপকভাবে প্রবর্তন, ইন্টারন্যাশনাল রেমিন্টেস সার্ভিসের প্রবর্তন, ২০২৬ সালের মধ্যে প্রযুক্তি নির্ভর মেইল প্রসেসিং ও ই-কমার্স হাব নির্মাণ, পুরাতন ডাকঘরসমূহের সংস্কার ও ইএমটিএস সেবার সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে।

তথ্য যোগাযোগ প্রযুক্তি (আইসিটি) বিভাগ

২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি উন্নত রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ স্বপ্ন পূরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ নানামুখী উদ্যোগ, প্রকল্প/কর্মসূচি গ্রহণ ও বাস্তবায়নের কাজ করে চলেছে।

গৃহীত কার্যক্রমসমূহঃ

- ১০১৩টি বিদ্যুৎবিহীন ইউনিয়নে সৌর-বিদ্যুৎ সহকারে Union Information Service Centre (UISC) স্থাপন করা হয়েছে । পরবর্তীকালে এ সকল সেন্টারকে Union Digital Center (UDC) নামকরণ করা হয়েছে;
- বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলে স্থাপিত জাতীয় ডেটা সেন্টার (Tier-III) থেকে সরকারের ৭৩১টির অধিক প্রতিষ্ঠানকে নিরবচ্ছিন্নভাবে বিভিন্ন সার্ভিস, যেমন মেইল ডোমেইন, ওয়েব সাইট ও অ্যাপ্লিকেশন হোস্টিং, ভিপিএস সার্ভিস, ক্লাউড সার্ভিস ও গুগল ড্রাইভ এর ন্যায় জি-ড্রাইভ বা গভর্নমেন্ট ড্রাইভ সার্ভিস ইত্যাদি প্রদান করা হচ্ছে। ডাটা সেন্টার হতে সেবা গ্রহীতার সংখ্যা ১০ কোটির অধিক। জাতীয় ডাটা সেন্টার-এ এটুআই এর নথি সংক্রান্ত সার্ভার এবং নেটওয়ার্ক মাইগ্রেশন এর কাজে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে;
- ১৮,৪৩৪টি সরকারি দপ্তরে (মন্ত্রণালয়, বিভাগ, জেলা এবং উপজেলায়) অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবলের মাধ্যমে দ্রুতগতির ইন্টারনেট সংযোগ স্থাপন করা হয়েছে;
- সারাদেশে ৮৯৩টি ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম স্থাপন, বাংলাদেশ সচিবালয় ও আইসিটি টাওয়ারে ইন্টারনেট সহজলভ্য করতে WiFi নেটওয়ার্ক স্থাপন, ৪৮৭টি ইউএনও কার্যালয়ে সৌর বিদ্যুৎ সুবিধা প্রদান, ২৫৪টি এগ্রিকালচারাল ইনফরমেশন সেন্টার এবং ৫৪টি টেলিমেডিসিন সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে;
- জাতীয় নেটওয়ার্ক অপারেশন সেন্টার (এনওসি)-এর কেন্দ্রিয় মনিটরিং সিস্টেমের আওতায় এ পর্যন্ত ১৭,৩৮০টি দপ্তরের নেটওয়ার্ক ও ওয়াইফাই সেবা প্রদান করা হয়েছে। ভিডিও কনফারেন্সিং সিস্টেম আধুনিকায়নের নিমিত্ত বিসিসিতে সর্বশেষ প্রযুক্তির 4K Multi Conferencing Unit (MCU) স্থাপন করা হয়েছে। ওয়াইফাই নেটওয়ার্কের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে Agile Controllerসহ 5G টেকনোলজির ওয়াইফাই-৬ স্থাপন করা হয়েছে;
- ভারত, নেপাল, ভুটান ও বাংলাদেশের মধ্যে অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল দ্বারা সংযোগ প্রদান এবং ডাটা আদান-প্রদানের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য বিটিসিএল কর্তৃক শিলিগুড়িতে স্থাপিত NOC এর সাথে সংযোগের জন্য পঞ্চগড় জেলা হতে বাংলাবান্দার নোম্যান'স ল্যান্ড পর্যন্ত ৫৬ কিঃমিঃ অপটিক্যাল ফাইবার ক্যাবল স্থাপন এবং কোলকাতা হয়ে শিলিগুড়ির NOC এর সাথে সংযোগের জন্য বিটিসিএল চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, মগবাজার, পঞ্চগড় ও ঠাকুরগাঁয়ে Transmission Equipment স্থাপন করা হয়েছে;

- ‘ডিজিটাল সিলেট সিটি’ প্রকল্পের আওতায় সিলেটকে “সেফ সিটি” করার লক্ষ্যে আইপি ক্যামেরা ভিত্তিক সার্ভিল্যান্স সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে;
- আইডিয়া ফ্যাব ল্যাব স্থাপন: স্টার্টআপদের উদ্ভাবনী পণ্য উৎপাদনে গবেষণা ও টেস্টিং সুবিধা প্রদানের লক্ষ্যে বিশ্বমানের উন্নত ডিভাইসের সমন্বয়ে প্রকল্প কার্যালয়ে একটি আইডিয়া ফ্যাব ল্যাব স্থাপন করা হয়েছে। তরুণ উদ্যোক্তা, স্টার্টআপ এবং সংশ্লিষ্টরা তাদের উদ্ভাবনী পণ্য উৎপাদনের বিভিন্ন ধাপে টেস্টিং এবং গবেষণার সুবিধা এ ল্যাবে গ্রহণ করতে পারবে;
- বিজিডি ইগভ সার্ট শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডিজিটাল ফরেনসিক ল্যাব, “Cyber Range”, সাইবার ডিফেন্স প্রশিক্ষণ সেন্টার এবং ১৫টি নির্দিষ্ট সরকারী গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিকাঠামো (Critical Information Infrastructure) সাইবার সেন্সর প্রযুক্তি স্থাপন করা হয়েছে;
- বিশ্বমানের Oracle Cloud Technology ব্যবহার করে Data Sovereignty নিশ্চিত করতে DRCC স্থাপনের মাধ্যমে G-Cloud স্থাপনের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। এছাড়া দেশীয় কারিগরি জনবলের মাধ্যমে দেশের সর্বপ্রথম নিজস্ব ক্লাউড "মেঘনা ক্লাউড" স্থাপনের মাধ্যমে জুন, ২০২৩ হতে সরকারি/বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠানকে সেবা প্রদান করা সম্ভব হবে। Artificial intelligence, Big data analytic platform স্থাপনসহ মেঘনা ক্লাউড চুক্তির আওতায় ডাটা সেন্টার ইন্ডাস্ট্রি ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের মধ্যে কোলাবোরেশনের মাধ্যমে ‘Center of Excellence’ স্থাপন করা হবে।
- গাজীপুরের কালিয়াকৈরের হাই-টেক সিটিতে বিশ্বের ৭ম বৃহত্তম জাতীয় ডেটা (Tier-IV) সেন্টারটি গত ২৮ নভেম্বর ২০১৯ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উদ্বোধনের মাধ্যমে চালু করা হয় যা বর্তমানে বাংলাদেশ ডাটা সেন্টার কোম্পানি লিমিটেড (BDDCL) নামে পরিচালিত হচ্ছে;
- ই-গভর্নেন্স কাঠামো শক্তিশালীকরণে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন, ২০০৬ (সংশোধিত - ২০০৯), ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ২০১৮; জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা ২০১৮, সরকারি ই-মেইল নীতিমালা ২০১৮, ওয়ান স্টপ সার্ভিস (বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষ) বিধিমালা, ২০১৯, বাংলাদেশ ন্যাশনাল ডিজিটাল আর্কিটেকচার (BNDA) নির্দেশিকা 2019, National Strategy for Robotics 2020, National Internet of Things Strategy Bangladesh 2020, National Blockchain Strategy: Bangladesh 2020, Strategy to Promote Microprocessor Design Capacity in Bangladesh 2020, ডাটা সেন্টার নির্দেশিকা ২০২০, ৩৩৩-সংক্রান্ত নির্দেশিকা-২০২১, মেইড ইন বাংলাদেশ স্ট্রাটেজি ২০২১ ইত্যাদি আইন, নীতিমালা এবং গাইডলাইন প্রণয়ন করা হয়েছে।